CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-109 ■ 18 January, 2026 ■ আগরতলা ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৪ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

মালদায় দাঁড়িয়ে হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন

কেন্দ্র যে টাকা দেয় তৃণমূলের লোকজন সব লুটে নেয়, ওরা গরিবের শত্রু ঃ প্রধানমন্ত্রী

মালদহ, ১৭ জানুয়ারি ।। পশ্চিমবঙ্গ সফরের প্রথম দিনে মালদহে একটি জনসভা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মালদহ টাউন থেকে প্রথমবারের মতো শুরু হল বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন, যা উন্মোচন করে এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী মালদহবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এদিন ট্রেনের উদ্বোধন করেন এবং তার বক্তব্যে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, তৃণমূল সরকারের সমালোচনা, ও বিজেপির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথমে ট্রেন উদ্বোধন শেষে যাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন করেন। এর পর তিনি মালদহের নানা সমস্যা ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে বলেন, 'এখানে যেভাবে তৃণমূল সরকার গরিবের টাকা লুটে নিয়েছে, তাতে তারা সত্যিই গরিবদের শত্রু। কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দেয়, তা তৃণমূলের লোকজন সব লুটে নেয়।'

মোদী দাবি করেন, 'তৃণমূল সরকার জনগণের জন্য কিছুই করছে না। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থে কাজ করছে। গরিবদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্পগুলো রয়েছে, সেগুলি বাংলার মানুষ পাচ্ছে না, কারণ তৃণমূল সরকার সেই সাহায্য পেতে বাধা দিচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে বলেছেন, 'ভারতের জেন জি বিজেপির উন্নয়ন মডেলে বিশ্বাস করে,' এবং এই বক্তব্যে তিনি মুম্বইয়ের ব্রিহানমুম্বই পৌরসভা নির্বাচনে বিজেপির বিশাল জয়ের উদাহরণ দেন। তিনি জানান, বিজেপি প্রথমবারের মতো বিএমসি নির্বাচনে রেকর্ড জয় লাভ করেছে, এবং এই নিয়ে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররাও এবারে বিজেপিকেই নির্বাচন করবেন।

এদিন তিনি আবারও পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে সরব হন। মোদী বলেন, 'বিশ্বের সব উন্নয়নশীল দেশেই অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেওয়া জরুরি। এক এক করে বের করে দেওয়া উচিত। কিন্তু তৃণমূল থাকলে সেটা সম্ভব নয়। তৃণমূল নেতারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে আরও এক হিন্দু যুবক খুন

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত। রাজবাড়ী জেলায় জ্বালানির মূল্য পরিশোধ নিয়ে বিরোধের জেরে এক হিন্দু যুবককে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম রিপন সাহা (৩০)। তিনি একটি পেট্রোল পাম্পে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক ব্যক্তি পেট্রোল নেওয়ার পর টাকা না দিয়েই গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। রিপন সাহা তাকে বাধা দিতে গেলে অভিযুক্ত ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ি চালিয়ে তাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরে পুলিশ অভিযুক্তের গাড়ি জব্দ করে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র স্থানীয় নেতা আবুল হাশেম-কে সদর উপজেলা এলাকার তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। গাড়ির চালককেও আটক করা হয়েছে। পাম্প কর্মীদের দাবি, অভিযুক্ত কয়েক হাজার টাকার জ্বালানি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল।

এর আগে ১১ জানুয়ারি ফেনীর দাগনভূঞায় হিন্দু যুবক সমীর কুমার দাস (২৯)-কে মারধর ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পেশায় তিনি ছিলেন সিএনজি অটোরিকশা চালক। একটি হাসপাতালের কাছে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। হামলাকারীরা তাঁর অটোরিকশাটিও নিয়ে পালায়। তিনি স্ত্রী ও দুই বছরের সন্তান রেখে গেছেন।

সুনামগঞ্জ জেলার ভাঙাদহর গ্রামের বাসিন্দা জয় মহাপাত্র-এর মৃত্যুর ঘটনাও দেশজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে একটি দোকানে ডেকে নিয়ে হামলা ও বিষপ্রয়োগ করা হয়। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার দাবি করেছে, আমিরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি এই ঘটনায় জড়িত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

নওগাঁর মহাদেবপুরে চুরির সন্দেহে জনতার ধাওয়ার মুখে পড়ে খালে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হয়েছে মিঠুন সরকার (২৫) নামে এক হিন্দু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদালতের নির্দেশে জমি হস্তান্তরে উত্তেজনা মন্দির বাঁচাতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ জানুয়ারি।। কৈলাসহর মাগুরুলি এলাকায় জমি হস্তান্তর করতে গেলে উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছে। আদালতের রায় মেনে কামাল উদ্দিনের পক্ষে জমি হস্তান্তরের চেষ্টা চলাকালীন স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মন্দির রক্ষার দাবিতে প্রশাসনের সামনে বিক্ষোভে নেমে আসে।

স্থানীয়দের দাবি, ওই জমিতে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থিত লোকনাথ মন্দিরে তারা নিয়মিত পুজো দিচ্ছেন। মন্দির ভাঙতে বা জমি ছাড়তে তারা কোনোভাবেই রাজি নন। এই প্রতিবাদের মুখে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা কাজ শুরু করতে পারেননি।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে কামাল উদ্দিন মাগুরুলীর কল্যাণী নাগের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে মহামান্য আদালত তার পক্ষে রায় দেন। আজ দুপুরবেলা সার্ভে কমিশনার, মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম রত্নদ্বীপ দাস এবং ইরানি থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসার বাহিনী জমি হস্তান্তরের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

কিন্তু স্থানীয়দের প্রবল প্রতিরোধের কারণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলারা একজোট হয়ে প্রশাসনের কাছে নিজেদের দাবি জানান। স্লোগান, প্রতিবাদ এবং জনরোষের কারণে হস্তান্তর প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি শান্ত হলে পরবর্তীতে আইনানুগভাবে কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে।

পশ্চিম জেলা ভোক্তা আদালতে লঙ্কাকান্ড

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আদালতে বিচারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলা ভোক্তা আদালত চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পশ্চিম জেলা ভোক্তা কমিশনের প্রেসিডেন্ট তথা ভোক্তা আদালতের বিচারক গৌতম সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিদিন মদ্যপ অবস্থায় অফিসে আসা এবং আদালতের এজলাসে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বসার গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন কর্মচারীরা। ওই অভিযোগকে ঘিরে সরব হয়েছেন আইনজীবীরাও।

অভিযোগ অনুযায়ী, বিচারক গৌতম সরকার নিয়মিতভাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আদালতে আসেন। এমনকি তাঁর চেম্বারে বসেই মদ্যপান করেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। কর্মচারীদের দাবি, নেশার ঘোরে তিনি অফিস স্টাফদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, যা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। অবশেষে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন আদালতের কর্মী ও আইনজীবীরা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ আদালত চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনসিসি থানার পুলিশ। কর্মচারী ও আইনজীবীদের একাংশ বিচারক গৌতম সরকারের অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানান।

আইনজীবীদের বক্তব্য, একজন ভোক্তা আদালতের বিচারকের কাছ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নবনির্মিত স্কুল ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

পূর্বতন সরকার ঋণের বোঝা ছাড়াও ১০৩২৩ সহ বহু মামলা রেখে গেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। আর পূর্বতন সরকার আমাদের উপর ঋণের বোঝা, ১০৩২৩ সহ বিভিন্ন মামলা জনিত চাপ রেখে গেছে। আজ মোহনপুরের মধু চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ স্কুলের নবনির্মিত স্কুল ভবনের উদ্বোধন এবং তারাপুর দ্বাদশ স্কুল, গোপালনগর দ্বাদশ স্কুল, বেরিমুড়া দ্বাদশ স্কুলের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মধু চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ স্কুল মাঠে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় নি। যে কারণে আমাদের অধিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তারা আমাদের মাথার উপর আর্থিক সহ অনেক ঋণের বোঝা চাপিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে ১০৩২৩ সহ বিভিন্ন মামলা জনিত চাপ রেখে গেছে। আমাদের সরকার সকলের উন্নয়নে চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো থেকে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। সাত সকালে বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত পাইখোলা থেকে বালুটিলা যাওয়ার রাস্তার উপর একটি অটো থেকে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশের প্রাথমিক ধারনা, ওই ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থার চাপে বিষপান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

আজ সকালে স্থানীয়রা অটোটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রহস্যজনক অগ্নিকান্ডে পুড়লো ৭টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। গতকাল গভীর রাতে উদয়পুরের গর্জি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনে বাজারের সাতটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান শিখায় পুড়ে যায় ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত মালপত্র, ফলে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে, খবর পেয়ে দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে দোকানগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য ও উদয়পুর মহকুমা সম্পাদক দিলীপ দত্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহকুমা কমিটির এক প্রতিনিধিদল। তারা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং প্রশাসনের কাছে দ্রুত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানান।

সিপিআই(এম) নেতারা একই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ অনুসন্ধান করার দাবি জানান। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানান তারা। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি দ্রুত পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করছেন।

মেয়রের উপস্থিতিতে ঠাকুরপল্লী রোডে উচ্ছেদ অভিযান নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে শনিবার ঠাকুরপল্লী রোড এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট ও জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়। এই উচ্ছেদ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার।

পুর নিগম সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু ব্যক্তি প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে সরকারি জমি দখল করে দোকানপাট গড়ে তুলছিল। এর ফলে রাস্তায় যান চলাচল ও সাধারণ পথচারীদের চলাফেরায় চরম অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল।

এ বিষয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার জানান, কিছু লোকজন বারবার অবৈধভাবে সরকারি জায়গা দখল করে দোকান বসাচ্ছে। প্রশাসনের তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তারা এ ধরনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ব্লগারের খোঁজে নাগাল্যান্ডে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। মলয়নগরের নিখোঁজ যুবক প্রণব দাসের সন্ধানে নাগাল্যান্ডের কোহিমাতে তল্লাশি অভিযান চলছে। প্রণব দাস নাগাল্যান্ডে ভিডিও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রণব বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভিডিও সংগ্রহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া স্কুটি ও বাইক উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। পুলিশি অভিযানে চুরি যাওয়া দুটি স্কুটি ও বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। সাথে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ১১ জানুয়ারি হাঁপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণের সামনে স্কুটি চুরি যাওয়া অভিযোগ থানায় দায়ের করেছেন সুকান্ত পাল। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বদলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মথার বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। স্বদলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে হেজামারায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে তিপরা মথা।

প্রাক্তন জঙ্গি নেতা ও বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা জানান, গত ৮ জানুয়ারি ত্রিপুরার হেজামারায় বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। ওই সংঘর্ষে বিজেপির কর্মীদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে তিপরা মথার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মীয় পরিচয় গোপন রেখে প্রেমের সম্পর্ক ঘিরে উত্তেজনা, রক্তাক্ত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। বিশালগড়ের উত্তর রাউৎখলায় এক নাবালিকাকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, উত্তর রাউৎখলার বাসিন্দা আতিকুল ইসলামের ক্রিকেটার পুত্র মোবারক ইসলাম ওরফে রাকিব নিজের ধর্মীয় পরিচয় গোপন রেখে এক হিন্দু নাবালিকার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে।

নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত যুবক দীর্ঘদিন ধরে নিজের ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে নাবালিকার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং পরে তার সঙ্গে অসদাচরণের চেষ্টা করে। বিষয়টি জানতে পেরে নাবালিকার কাকা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর রাউৎখলায় অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে যান।

অভিযোগ, সেই সময় মোবারক ইসলাম ওরফে রাকিব দলবল নিয়ে নাবালিকার কাকা ও তাঁর সঙ্গে থাকা বন্ধুর উপর হামলা চালায়। হামলায় দু'জন গুরুতরভাবে আহত হন এবং তাঁদের ব্যবহৃত গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।

খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। টনার পর রাতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। একটি সুস্থ, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে মানসম্মত শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মোহনপুরের মধু চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত স্কুল ভবনের উদ্বোধন এবং তারাপুর, গোপালনগর ও বেরিমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় মধু চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন আমাদের রাজ্য সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 18-01-2026, 00:47

জাগরণ
আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি,২০২৬ইং
৪ মাঘ, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিশ্বজুড়িয়া উৎকণ্ঠা

২০২৬ সালে আসিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের পররাষ্ট্রনীতি ও বিভিন্ন পদক্ষেপ বিশ্বজুড়িয়া গভীর উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা তৈরি করিয়াছে। বিশেষ করিয়া বছরের শুরুতেই ভেনেজুয়েলায় সামরিক হস্তক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরিয়া দাড়ানোর ঘোষণা বিশ্বরাজনীতিতে এক বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়াছে।২০২৬ সালের ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযান এবং প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটকের ঘটনা বিশ্বজুড়িয়া নিন্দার ঝড় তুলিয়াছে। চীন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো একে 'আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন' হিসেবে অভিহিত করিয়াছে ট্রাম্প প্রশাসন কিউবা, কলম্বিয়া এবং মেক্সিকোর বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়াছে, যাহা ল্যাটিন আমেরিকায় দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতার আশঙ্কা তৈরি করিয়াছে।গ্রিনল্যান্ডকে মার্কিন ভূখণ্ডে পরিণত করিবার জন্য ডেনমার্কের ওপর চাপের বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আসায় ন্যাটো মিত্রদের মধ্যেও অস্বস্তি বাড়িয়াছে ট্রাম্পের "আমেরিকা ফার্স" নীতির অধীনে বিভিন্ন দেশের ওপর ১০ থেকে ৫০ পর্যন্ত সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বাড়িবার এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ঝুঁকি তৈরি হইয়াছে।ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো মিত্ররা অনেকটা বাধ্য হইয়াই নতুন বাণিজ্যিক শর্ত মানিয়া নিতেছে, যাহা অনেক নেতা 'নতজানুমূলক চুক্তি' হিসাবে সমালোচনা করিয়াছেন।২০২৬ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রকে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো এবং আইপিসিসি থেকে সরাইয়া নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে ফেলিয়াছে।দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ট্রাম্প শত শত কোটি ডলারের বৈদেশিক সাহায্য সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এর ফলে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে স্বাস্থ্য ও মানবিক প্রকল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে ট্রাম্পের এই 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বা কঠোর নীতির ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কিছুটা কমিয়াছে এবং সেই শূন্যস্থান পূরণে চীন ও রাশিয়া আরও বেশি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করিতেছেন, বিশ্ব এখন নিয়ম-নীতির চেয়ে 'শক্তির রাজনীতি' বা প্রভাব বলয়ের রাজনীতির দিকে বেশি ঝুঁকিতেছে।

অশান্ত বিশ্ব আরও অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। গত মাসের শেষদিকে আমেরিকান সৈন্যরা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ২ হাজার ১২৫ মাইল দূরবর্তী ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে উঠাইয়ায়ে নিউইয়র্কে আনিয়া বিচার শুরু করিয়াছে। ওয়াশিংটন থেকে ৬ হাজার ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত ইরানের রাজধানী তেহরানে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সুযোগ নিয়া যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করিতেছে প্রায় পাঁচ দশক আগে ইরানের ক্ষমতাসীন ইসলামি বিপ্লবী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে। প্রায় ৬ হাজার মাইল দূরবর্তী ইসরাইলি হামলায় বিধ্বস্ত গাজায় জীবিত ফিলিস্তিনিদের সেখান থেকে উৎখাত করিবার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নিয়াছেন ট্রাম্প।২ হাজার মাইল দূরের গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিশ্বজুড়িয়া মোড়লিপনা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগকে ভালো চোখে দেখিতেছে না দুই পরাশক্তি চীন ও রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি পদক্ষেপের জোরালো প্রতিবাদ করিলেও তারা পালটা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, এমন কোনো আভাস দেখা না গেলেও পরিস্থিতি যদি তাহাদের কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে পরিণতি কী হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া বিশ্ববাসী এক ধরনের অস্থিরতা, অজানা আশঙ্কা ও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতেছেন।অভ্যন্তরীণ ফ্রন্টে যুক্তরাষ্ট্র যখন খুব ভালো অবস্থায় নাই, তখন ট্রাম্প প্রশাসন কী কারণে বিশ্বে আতঙ্ক ছড়াইয়ায়ে দিতেছে, তাহা নিয়া বিশ্লেষকদের মাঝে ভিন্নমত দেখা গেলেও একটি বিষয়ে তাহারা একমত-যুক্তরাষ্ট্র ভেতর থেকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাইতেছে। মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে ভোগ্যপণ্য ও সব ধরনের সেবার মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমেরিকানরা গত কয়েক বছর ধরিয়াই বিক্ষুব্ধ, যাহা এখন বিস্ফোরণে রূপ নিয়াছে। সেক্ষেত্রে বিশ্বজুড়িয়া ত্রাস ছড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের আন্তর্জাতিক উদ্যোগের পাশাপাশি দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের আটক ও বহিষ্কার অভিযান পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গিন করিয়া তুলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দিন দিন গতি লাভ করিবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক, দীর্ঘদিন থেকে যেগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত বছর হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করিবার পর সে আইনগুলো প্রয়োগ করিয়া অভিবাসীদের ধরপাকড় ও বহিষ্কার শুরু করিয়াছেন। বৈধ অভিবাসী ভিসায় আগতরা আমেরিকানদের জন্য নির্ধারিত কল্যাণমূলক সুবিধাগুলো 'অগ্রহণযোগ্য ও মাত্রাতিরিক্ত হারে' গ্রহণ করছে অভিযোগ তুলিয়া ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে পারে কিনা, তাহা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন আদৌ কোনো তোয়াক্কা করিতেছে না।

সবকিছু মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার জনগোষ্ঠীর অর্ধেক বা তাহারও বেশি অংশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন।

বেনজির ভুট্টোর আকাঙ্ক্ষা, আইএসআই ও তালেবানের মধ্যে যেভাবে সম্পর্কের শুরু

জুবাইর আজম

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে পাকিস্তানের একজন প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো একটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। সম্পর্কটি ছিল পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের একটি খুবই ছোট সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে।

ওই সময় সীমান্তের দুপাশের কেউই ধারণা করতে পারেননি, পরের তিন বছরের মধ্যে ছোট সশস্ত্র গোষ্ঠীটি, যেটি তালেবান নামে পরিচিত ছিল, আফগানিস্তানের প্রায় পুরোটায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে।

পাকিস্তান সরকার কী এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যার ফলে আইএসআই আর তালেবানের মধ্যে প্রথমবার যোগাযোগ হয়েছিল? তালেবান সম্পর্কে আইএসআইয়ের তখনকার প্রধানের ধারণাই-বা কী ছিল?

সাম্প্রতিক সময়ের সীমান্ত সংঘর্ষ, কথার লড়াই আর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের মধ্যে একাধিক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্লেষকদের অনেকেই এ উত্তেজনাকে একটি পুরানো সম্পর্কের অবসানের সূচনা হিসেবে দেখছেন। আর এটার জন্য গত দুই দশক ধরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পাকিস্তানের দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে। ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্নের উত্তরটি যদিও আগামী দিনের ঘটনাবলী দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সূচনা কেন ও কীভাবে হয়েছিল, সেটার উত্তর অবশ্যই রয়েছে। বেনজির ভুট্টোর আকাঙ্ক্ষা ও মধ্য এশিয়া স্টিভ কোলের একটি বই রয়েছে। নাম "ঘোস্ট ওয়ারস"। বইটিতে লেখক ২০০২ সালে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেনজির ভুট্টোর একটি মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। লেখক জানান, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী (বেনজির ভুট্টো) তাকে বলেছিলেন, বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ নিজ দেশের জন্য লাভজনক হবে বলেই তিনি মনে করতেন। তিনি পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়ায় তুলা ও জ্বালানি পণ্য, সেইসঙ্গে ইলেকট্রনিকস পণ্য পাঠানোর কথা বিবেচনা করছিলেন।

১৯৯৪ সাল, সোভিয়েত বাহিনী সবে আফগানিস্তান ছেড়ে গেছে। ওই পরিস্থিতিতে দেশটি গৃহযুদ্ধের কবলে পড়েছে। বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী তখন একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছে।

প্রতিটি শহর ও অঞ্চল কোনো এক পক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে বেনজির ভুট্টোর সেই ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা মোটেও সহজ ছিল না।

স্টিভ কোলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 'বেনজির ভুট্টো আফগানিস্তান ইস্যুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমন্বয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন। এ দলে সাবেক মেজর জেনারেল ও তার (বেনজির) সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিরুল্লাহ খান বাবর ছিলেন'।

তবে নাসিরুল্লাহ খান বাবর বিশ্বাস করতেন, কাবুলের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যের প্রয়োজন নেই পাকিস্তানের। এর বদলে তিনি কান্দাহার ও হেরাতের মধ্য দিয়ে একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় বাণিজ্য পথের প্রস্তাব করেন। বিকল্প প্রস্তাবটি বেনজির ভুট্টোর বেশ পছন্দ হয়।

'বেনজির ভেবেছিলেন, তার সরকার পশতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোয় রাস্তাঘাট বানানো, টেলিফোন লাইন স্থাপন এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। স্থানীয় আফগান কমান্ডারদের অর্থ দিয়ে দক্ষিণ আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়ায় পাকিস্তানের বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করা যেতে পারে', এমটাই লিখেছেন স্টিভ কোল। তিনি আরও লিখেন, এ ব্যাপারে আইএসআইয়ের কোনো দ্বিমত ছিল না বলেও বেনজির তাকে জানিয়েছিলেন। মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আগা হুমায়ুন আমিন তার লেখা "পাকিস্তান আর্মি থ্রু দি আইস অব পাকিস্তানি জেনারেলস" বইয়ে নাসিরুল্লাহ খান বাবরের একটি সাক্ষাতকার ছাপেন। বইয়ে তিনি লিখেন, নাসিরুল্লাহ খান বাবর তাকে বলেছিলেন, পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি বাণিজ্য পথ বানানো, যেটা দিয়ে ট্রাক ও ট্রেনে করে পণ্য আনা-নেওয়া করা যাবে। পুরো প্রক্রিয়াটিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, মধ্য এশিয়ায় থাকা জ্বালানির মজুত। মেজর আগা হুমায়ুনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাসিরুল্লাহ খান বাবর সেটা নিশ্চিত করেন।

পাকিস্তানি ট্রাকগুলো যখন আফগানিস্তানে থামে স্টিভ কোলের বইয়ে বলা হয়েছে, এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন নাসিরুল্লাহ খান বাবর নিজেই। ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম বহরটি আফগানিস্তানে যায়।

ওই বহরের কয়েকটি ট্রাকে পাকিস্তান থেকে টেক্সটাইল পণ্য নেওয়া হয়। এ নিয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়।

স্টিভ কোল বলেন, পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে যাত্রা করা বহরটি আফগানিস্তানের কান্দাহার হয়ে তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছাবে বলে আশা করেন নাসিরুল্লাহ খান।

ওই সময় আইএসআইয়ের প্রধান ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাভেদ আশরাফ কাজী। ২০২১ সালে পাকিস্তানের একটি বেসরকারি টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাবেক এ সামরিক কর্মকর্তা বলেন, ট্রাকগুলো তুলা নিয়ে পাকিস্তানে ফিরছিল।

তার মতে, পাকিস্তানে তুলার ঘাটতি থাকার কারণে এ বাণিজ্য বহরের উদ্দেশ্য ছিল, সস্তায় সড়কপথে তুলা নিয়ে আসা। এর আগে মধ্য এশিয়া থেকে পাকিস্তানে সমুদ্রপথে তুলা আমদানি করা হতো। যাইহোক, জাভেদ আশরাফ কাজী জানান, 'হেরাত থেকে কান্দাহারের পথে থাকার সময় স্থানীয় একজন কমান্ডার ওই বহর থামান। ট্রাকগুলোয় লুটপাট করেন। তুলাসহ ট্রাকগুলো দখল করে নেন। বহরের লোকজনকে বন্দি করেন'। তালেবানের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ, পাকিস্তানের ধন্যবাদ

> প্রতিটি শহর ও অঞ্চল কোনো এক পক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে বেনজির ভুট্টোর সেই ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা মোটেও সহজ ছিল না। স্টিভ কোলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 'বেনজির ভুট্টো আফগানিস্তান ইস্যুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমন্বয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন। এ দলে সাবেক মেজর জেনারেল ও তার (বেনজির) সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিরুল্লাহ খান বাবর ছিলেন'। তবে নাসিরুল্লাহ খান বাবর বিশ্বাস করতেন, কাবুলের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যের প্রয়োজন নেই পাকিস্তানের। এর বদলে তিনি কান্দাহার ও হেরাতের মধ্য দিয়ে একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় বাণিজ্য পথের প্রস্তাব করেন। বিকল্প প্রস্তাবটি বেনজির ভুট্টোর বেশ পছন্দ হয়।

জাভেদ আশরাফ কাজী বলেন, 'তারা (তালেবান) বলল, আচ্ছা, আমরা দেখছি। এরপর তারা ব্যবস্থা নিয়েছিল। অপহরণকারী কমান্ডারের লোকজন দ্রুত পালিয়ে যায়। আর তালেবান তুলাসহ ট্রাকগুলো এবং অপহরণের শিকার ব্যক্তিদের মুক্ত করে দেয়'। পাকিস্তান ও আফগান তালেবানের মধ্যে সেটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ, বলছেন জাভেদ আশরাফ কাজী। যদিও এ পদক্ষেপের বিনিময়ে তালেবানকে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয়নি। মার্কিন দূতাবাসের গোপন চিঠি ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসের লেখা একটি গোপন চিঠি পরে প্রকাশিত হয়েছে। তালেবান ফাইলস-এর অংশ হিসেবে ওই চিঠি মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণাগার প্রকাশ করেছে।

১৯৯৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লেখা ওই চিঠিতে ঘটনাটি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। তবে কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তালেবানের একজন জ্যেষ্ঠ সূত্র আর মার্কিন দূতাবাসের একজন রাজনৈতিক কর্মকর্তার মধ্যে কথোপকথনের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'তালেবান মনে করছে, যখন সশস্ত্র যোদ্ধারা মধ্য এশিয়া থেকে আসা একটি পাকিস্তানি বাণিজ্য বহরকে স্পিন বোলদাক এলাকায় কয়েকদিন আটকে রাখে, তখন পাকিস্তান তাদের গুরুত্ব দিতে শুরু করে'। তালেবানের ওই সূত্রের বরাতে মার্কিন গোপন চিঠিতে বলা হয়, 'কান্দাহার থেকে পাকিস্তানি বাণিজ্য বহরের রওনা দেওয়ার বিষয়টি নাসিরুল্লাহ খান বাবর তালেবানকে জানাননি। কান্দাহার থেকে অন্য কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন'। যাইহোক, পাকিস্তানের তরফ থেকে যোগাযোগ করার পর, তালেবান ওই বহরকে কান্দাহারের মধ্য দিয়ে যেতে দিতে রাজি হয়। পথে স্থানীয় কমান্ডারদের দ্বারা বসানো অবরোধ ও প্রতিবন্ধকতাগুলো সরাতে শুরু করে। চিঠিতে বলা হয়েছে, পথের প্রায় প্রতি কিলোমিটারে অবরোধ ও প্রতিবন্ধকতা বসানো হয়েছিল বলে তালেবানের ওই সূত্রটি মার্কিন কর্মকর্তাদের জানান। তবে যখন তারা অপসারণের কাজ শুরু করেন, কেউই বাধা দেয়নি।

তালেবানের শুরুর গল্পটা

এটাই কি তালেবানের ক্ষমতার সূচনা ছিল? সেটা অবশ্য পাকিস্তান ও তালেবানের মধ্যে প্রথমবার যোগাযোগ হওয়ার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশ করা একটি গোপন নথিতে বলা হয়েছে, ১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মে কান্দাহারের পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এরপর মোল্লা ওমর নামে স্থানীয় একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কিছু সশস্ত্র তালেবান মাইওয়ান্দ এলাকায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেন স্থানীয় ব্যবসায়ী হাজি বশির নূরজাই। স্টিভ কোল বলছেন, শুরুর দিকে তালেবানকে যারা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে হামিদ কারজাই ছিলেন। তিনি পরে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ওই সময়ে তার সঙ্গে শ দুয়েক লোক ছিল। মনে রাখা দরকার, হাজি বশির নূরজাই দুই বছর আগেই কারাগার থেকে বের হয়েছেন। একজন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা হয়েছিল। চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, তালেবানের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে যাওয়া দ্বিতীয় এলাকাটি ছিল স্পিন বোলদাক। এখানেই তালেবানেরা মাটির নিচের সুড়ঙ্গ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিল। এটা তাদের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে। যদিও এই অস্ত্রের বিপুল মজুত খুঁজে পেতে তালেবানকে কে সহায়তা করেছিল, সেটা নিয়ে মতভেদ রয়ে গেছে। কোনো কোনো সূত্র আইএসআইএর নাম বলে থাকেন। তবে স্টিভ কোলের মতে, তালেবানই সম্ভবত এটা খুঁজে পেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষে স্থানীয় কমান্ডারদের সহায়তায় এই মজুত গড়ে তোলা হয়েছিল, যা ১৭টি সুড়ঙ্গে লুকানো ছিল।

স্টিভ কোল আরও বলেন, তাকে এক সাক্ষাৎকারে জাভেদ আশরাফ কাজী বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অর্ধেককে সরবরাহ করার মতো ওই সুড়ঙ্গগুলোয় পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল'। আহমেদ রশিদের বই "পাকিস্তান অ্যান্ড দ্য তালেবান"-এ দাবি করা হয়েছে, সুড়ঙ্গগুলোয় ১৮ হাজার কালাশনিকভ ছিল। জাভেদ আশরাফ কাজী এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, পাকিস্তান ওই সুড়ঙ্গগুলোর কথা জানতো। এটাও জানতো যে, সেখানে রাশিয়ার অস্ত্র লুকানো আছে। আরও জানা ছিল, 'সেগুলো মোল্লা আব্দুল সালাম রক্তি নামে একজন আফগান কমান্ডারের প্রভাবে ছিল। তিনিই পরে লুকানো সেসব অস্ত্র তালেবানের হাতে তুলে দেন'। অন্যদিকে মার্কিন প্রতিবেদন বলছে, লুকানো অস্ত্র ভান্ডারটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পাকিস্তানের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার কথা তালেবানের একজন সূত্র অস্বীকার করেছেন। তবে এটা স্পষ্ট যে, লুকানো অস্ত্র ভান্ডার খুঁজে পাওয়া আর দখলে নেওয়ার ঘটনায় তালেবানের অভিযানগুলো গতি পায়। ওই বছরের নভেম্বরে তারা কান্দাহারের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। সেখানকার বিমানবন্দরে তালেবান ছয়টি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান ও চারটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টারের সন্ধান পায়। আইএসআই প্রধানের সতর্কবার্তা স্টিভ কোল বলছিলেন, বেনজির ভুট্টো হঠাৎ করে আফগানিস্তানে একটি নতুন শক্তির উত্থান দেখতে পান। আর এ শক্তি নিরাপদ ও টেকসই আর অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। বরং তারা খাবার আর জ্বালানি চেয়েছিলেন', বলেন জাভেদ আশরাফ কাজী। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'তালেবানের তখনকার অভিযানে পাকিস্তানের অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না। আমরা কী ঘটছে, তা পর্যবেক্ষণ করছিলাম'। বিবিসির সঙ্গে কথা বলার সময়ও জাভেদ আশরাফ কাজী ওই বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'আফগানিস্তানের সংঘাতে পাকিস্তানকে মূলত নিরপেক্ষ থাকতে অনুরোধ করেছিল তালেবান। সেইসঙ্গে তারা পাকিস্তান সরকারের কাছে তাদের জন্য দরকারি রেশন আর জ্বালানির জন্য বলেছিল। কারণ, এ দুটোই পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে পৌঁছায়। তাই এগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না'। যাইহোক, স্টিভ কোলের মতে, ওই সময় পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আফগানিস্তানে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের দলকে সমর্থন ও সহায়তা করছিল। ১৯৯৪ সালের ৬ ডিসেম্বর ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস একটি গোপন চিঠিতে জানায়, আইএসআই তালেবানকে সহায়তা করছে না বলে একজনকে বলেছেন জাভেদ আশরাফ কাজী। তবে তিনি তালেবানকে সমর্থন না করার বিষয়ে তার দেশের সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, 'তারা (তালেবান) একটি বিপজ্জনক ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে পরিণত হতে পারে, যা আফগানিস্তান, এমনকি পাকিস্তানের জন্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে'। ওই চিঠির শেষে লেখা হয়, 'যে ব্যক্তি জাভেদ আশরাফ কাজীর কথোপকথন সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন, তিনি একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র। তিনি কথোপকথন ঠিকঠাকভাবে আমাদের কাছে জানাননি, এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ'। মার্কিন দূতাবাসের চিঠিতে উল্লেখ থাকা কথোপকথনের বিষয়ে জানতে বিবিসির পক্ষ থেকে জাভেদ আশরাফ কাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তার জবাব ছিল, 'ওই সময়ে এমন কোনো আলাপের কথা আমি মনে করতে পারছি না'।

জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও অর্থ

এর পরও আমেরিকার গোপন চিঠিতে বলা হয়েছে, 'সন্দেহ নেই যে, তালেবানরা কোনো না কোনো উৎস থেকে সমর্থন পাচ্ছে'। "ঘোস্ট ওয়ারস" বইয়ে বেনজির ভুট্টোকে উধৃত করে স্টিভ কোল লিখেছেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মতে, প্রথম বৈঠকের পর পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছ থেকে গোপনে সহায়তা করার অনুরোধ আসতে থাকে। জ্বালানি দিয়ে এটা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা যন্ত্রপাতির দিকে এগিয়ে যায়। তারপর পাকিস্তান অর্থ দিতে শুরু করে'। এই অর্থ, প্রশিক্ষণ আর যন্ত্রপাতি তালেবানকে পাকিস্তানের পক্ষে রাখতে সহায়তা করবে বলে আইএসআই কর্তারা বেনজির ভুট্টোকে বলেছিলেন। আর বেনজির ভুট্টো নিজে তাকে একথা বলেন বলে লিখেছেন স্টিভ কোল। বেনজির ভুট্টোর বয়ান দিয়ে স্টিভ কোল আরও লিখেছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাকে বলেছিলেন, 'আমি অর্থ ছাড়তে শুরু করেছি। কিন্তু একবার অনুমতি দেওয়ার পরও আমি জানি না যে তাদের কত দেওয়া হয়েছিল। শুধু জানি যে, পরিমাণটা অনেক ছিল'। বিবিসির পক্ষ থেকে যখন তৎকালীন আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাভেদ আশরাফ কাজীর কাছে বেনজির ভুট্টোর ওই কথোপকথন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি সুস্পষ্ট জবাব দেন, তার আমলে তখনকার প্রধানমন্ত্রীর কাছে তালেবানকে সহায়তা করার জন্য অর্থ বা অন্য কিছু চেয়ে কোনো অনুরোধ করা হয়নি। জাভেদ আশরাফ কাজীর মতে, শুরুতে কান্দাহার ও পরে হেরাত দখল করার মধ্য দিয়ে তালেবান সরকারি কোষাগারে প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে আইএসআই প্রধান হিসেবে জাভেদ আশরাফ কাজী তার মেয়াদ শেষ করেন। এ পদে তার স্থলাভিষিক্ত হন লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাসিম রানা। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বেনজির ভুট্টো নিজেও একই অবস্থান নিয়েছিলেন।

এর মানে হলো, আফগান সংঘাতে পাকিস্তান মোটাদাগে নিরপেক্ষ ছিল। ১৯৯৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনে ভাষণ দিতে গিয়ে বেনজির ভুট্টো বলেছিলেন, 'আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা কখনোই আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করতে চাইনি। দেশটিতে আমাদের কোনো পছন্দ নেই'। পরের বছর, ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেন সফরকালে বেনজির ভুট্টোর কাছে তালেবানকে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা তালেবানদের সমর্থন করছি না। আমি এমন অভিযোগ অস্বীকার করছি'। এর মাত্র তিন দিন আগে, তালেবান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

যাইহোক, বেনজির ভুট্টো আফগানিস্তানের মাটিতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'অতীতে পশ্চিমা বিশ্ব পাকিস্তানের মাধ্যমে আফগানিস্তানে অর্থ ও অস্ত্র পাঠাত। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, আমরা তালেবান কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠীকে অর্থ, অস্ত্র বা যেকোনো ধরনের সহায়তা দিতে পারব'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মনরেগা নিয়ে আলোচনা করেন প্রদেশকংগ্রেস নেতৃত্ব।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই সন্ত্রাসী নিহত, পাপা রাও-সহ উচ্চপদস্থ নেতা নিহত

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: আজ ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায়, মাওবাদী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এক বড় ধরনের অভিযানে পাপা রাও-সহ দুই মাওবাদী নেতা নিহত হয়েছেন। এই সংঘর্ষটি ঘটেছে মালকানগিরি সীমান্তের কাছাকাছি, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে তীব্র গোলাগুলি হয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ দল ডিআরজি (জেলা রিজার্ভ গার্ড), এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স) এবং সিআরপিএফ (কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী) যৌথভাবে কোবরা জওয়ান অপারেশন চালিয়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। সূত্রে জানা যায়, মাওবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধান অভিযানে বেরিয়ে, নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদীদের সঙ্গে গুলিবিনিময়ে জড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, এই অভিযানটি মূলত ঘন বনাঞ্চল এবং দুর্গম পাহাড়ি এলাকাগুলিতে পরিচালিত হচ্ছিল, যেখানে মাওবাদীরা লুকিয়ে থাকার সন্দেহ ছিল। অভিযান চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি শুরু হয়, যা আজ সকাল থেকে এখনও চলমান।

অপরদিকে, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এবং অপারেশনের নিরাপত্তা বজায় রাখতে, গোলাগুলির স্থান, বাহিনীর সংখ্যা এবং অন্যান্য কৌশলগত তথ্য আপাতত গোপন রাখা হয়েছে। বস্তারের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, 'অপারেশন শেষে বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করা হবে।'

এই সংঘর্ষটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কর্তৃক ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে বামপন্থী সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের জন্য নির্দেশিত অভিযানের অংশ হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

আগের এক অভিযানে, ডিআরজি ছত্তিশগড়ের সুকমা এবং বিজাপুর জেলার পৃথক সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৪ জন মাওবাদী নিহত হয়েছিল। বিজাপুর জেলার দক্ষিণ বনাঞ্চলে এক চলমান অ্যান্টি-নকসাল অভিযান চলাকালীন, দুই মাওবাদী নিহত হয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ডিআরজি বাহিনী সুকমা জেলার দক্ষিণ বস্তর অঞ্চলে একটি অভিযান শুরু করলে, নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে সকাল ৫ টার দিকে গোলাগুলি শুরু হয়।

অন্যদিকে, সুকমা জেলায় একটি পৃথক সংঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনী আরও ১২ জন মাওবাদীকে নিহত করেছে। নিহতদের মধ্যে একজন সিনিয়র মাওবাদী নেতা মাংডু, যিনি কন্তা অঞ্চল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন, বলে জানা গেছে। এই সংঘর্ষ থেকে অটোমেটিক অস্ত্র এবং অন্যান্য গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।

ইরানে সহিংস বিক্ষোভের পর ভারতে ফেরত ভারতীয় নাগরিকরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে; ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: শুক্রবার রাতে ইরান থেকে ভারতে প্রথম দুটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট এসে পৌঁছেছে, যখন দেশটির খামেনি সরকারের বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। এসব ফ্লাইট ছিল সাধারণ বাণিজ্যিক, কোনো বিশেষ উদ্ধরণ অভিযানের অংশ নয়। তবে ভারত সরকার কোনো অবস্থাতেই প্রস্তুত রয়েছে এবং আগেই ইরানে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ থেকে নাগরিকদের সতর্ক করেছে।

১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ইরানি আকাশপথ সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারতের কিছু ফ্লাইটে দেরি হয়, তবে বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে এবং বহু ভারতীয় নাগরিক দেশে ফিরে এসেছেন, যখন ইরানের আকাশপথে বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে।

ভারতে ফেরত আসা নাগরিকরা সরকারের সহায়তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস সরকারের পক্ষ থেকে পর্যটক, ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়োজিত ছিল। একজন এমবিবিএস শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, 'আমি বিক্ষোভের খবর শুনেছিলাম, তবে আমি নিজে কখনো কোনো সহিংসতা দেখিনি এবং ইন্টারনেট পরিষেবা ছিল না।' অন্য একজন, যিনি এক মাস ধরে ইরানে ছিলেন, বলেছেন, 'শেষ কিছু সপ্তাহে বাইরে বের হলে বিক্ষোভকারীরা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াত। তারা কিছুটা সমস্যা তৈরি করত, আর ইন্টারনেট না থাকায় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এটা আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় ছিল।' একজন বৈদ্যুতিন প্রকৌশলী যিনি কাজের জন্য ইরানে গিয়েছিলেন, জানিয়েছেন যে পরিস্থিতি এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, তার জন্য শুধুমাত্র নেটওয়ার্ক সমস্যা ছিল। 'তেহরানে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। যদিও বিক্ষোভ ছিল এবং কিছুটা সহিংসতাও ঘটেছিল, তবে সরকারের সমর্থনে থাকা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।' ইরানে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়, যা দেশটির গভীর অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত হয়েছিল। রিয়াল মুদ্রার মান প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ৪২ শতাংশে পৌঁছায়। এই অর্থনৈতিক চাপের কারণে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সরকার জানিয়েছে, গত দুই সপ্তাহে ৩,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ইরান ইস্যুতে হুমকি দিয়েছেন এবং পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। তবে তিনি এখন বলেছেন, 'ইরানে হত্যাকাণ্ডের পরিমাণ কমে এসেছে, তবে যদি আরও রক্তপাত হয়, তাহলে সেখানে গুরুতর পরিণতি হতে পারে।' এই পরিস্থিতিতে, ইরানকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ইরান সরকারের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হুমকির পর, সারা বিশ্বে যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে, বর্তমানে ট্রাম্প কিছুটা তার আগ্রাসী মনোভাব থেকে সরে এসেছেন এবং ইরানে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে।

ইরান এবং ইসরায়েল বিষয়ে চলমান আলোচনা এবং ইউএসের সামরিক প্রস্তুতি কৌশলগতভাবে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, যা পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে গভীর উদ্বেগে ফেলেছে। এমনকি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ইরান-ইসরায়েল সংঘাতকে শান্ত করার জন্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন।

হিউম্যান রাইটস অ্যাকশন নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, ১৯,০০০ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবে তাসনিম নিউজ এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৩,০০০। বিক্ষোভকারীরা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়েছিল এবং কিছু এলাকায় সহিংসতা চলছিল।

এদিকে, ইরান সরকার অভিযোগ করেছে যে বিদেশি শক্তি তাদের দেশের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং, বর্তমানে ইরানে পরিস্থিতি যতই স্বাভাবিক হওয়ার দিকে এগোচ্ছে, তবুও সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ গভীর নজরদারির আওতায় রয়েছে।

পিয়ূষ গোয়েল: ভারতের ভবিষ্যত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কার, আত্মনির্ভর প্রতিযোগিতামূলক এবং বৈশ্বিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পিয়ূষ গোয়েল শনিবার বলেছেন, ব্যবসা সহজীকরণ, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধির মতো নীতি সংস্কারগুলি ভারতকে একটি আত্মনির্ভর, প্রতিযোগিতামূলক এবং বৈশ্বিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য অর্থনীতিতে পরিণত করতে সাহায্য করছে।

একটি সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে, গোয়েল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০২৫ সালে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলি স্টার্টআপ, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট শিল্প (এমএসএমই), রপ্তানি এবং বিনিয়োগে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছে।

তিনি বলেন, এই নীতি উদ্যোগগুলি ভারতের ভবিষ্যতকে রূপায়িত করছে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোতে দেশটির অবস্থান শক্তিশালী করছে।

'ভারতের ভবিষ্যত গঠনে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ২০২৫ সালের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলি স্টার্টআপ, এমএসএমই, রপ্তানি এবং বিনিয়োগে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছে,' গোয়েল লিখেছেন।

'ব্যবসা সহজীকরণ, এফটিএ এবং জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধির মতো প্রধান নীতি পদক্ষেপগুলি ভারতকে একটি আত্মনির্ভর, প্রতিযোগিতামূলক এবং বৈশ্বিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য অর্থনীতিতে পরিণত করছে,' তিনি যোগ করেছেন।

মন্ত্রীর এই মন্তব্যগুলি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ভারত উন্নত অর্থনীতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করছে, যাতে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হয়।

শুক্রবার জাতীয় রাজধানী দিল্লির ভারত মন্ডপমে ''স্টার্টআপ পে চর্চা'' ইন্টারঅ্যাকশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গোয়েল বলেন, ভারতের সাম্প্রতিক এফটিএগুলি ভারতীয় পণ্য এবং সেবার জন্য নতুন বাজার খুলে দিয়েছে, সেই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের জন্য নিশ্চিততা এবং আস্থা প্রদান করছে।

'এই চুক্তিগুলি স্টার্টআপ এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বৈশ্বিকভাবে নিজেদের সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করছে,' তিনি বলেছিলেন।

গোয়েল ভারতীয় স্টার্টআপগুলিকে বিদেশী অংশীদারদের সঙ্গে স্টার্টআপ-টু-স্টার্টআপ সহযোগিতার দিকে নজর দিতে উৎসাহিত করেন, বিশেষ করে সেবা, গতিশীলতা, ডিজিটাল পেমেন্ট, স্থায়িত্ব, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং উন্নত প্রযুক্তির মতো খাতে।

'একটি নতুন এবং পুনরুজ্জীবিত ভারতের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধি,' তিনি বলেন।'এখন যুব ভারতীয়রা বেশি ঝুঁকি নিতে, নিজেদের উদ্যোগ শুরু করতে এবং নতুন ধারণা পরীক্ষা করতে প্রস্তুত, যা পূর্বের নিরাপদ ক্যারিয়ার অপশনগুলির পক্ষে যে মনোভাব ছিল তার থেকে স্পষ্ট পরিবর্তন নির্দেশ করছে,' গোয়েল আরও যোগ করেছেন।

২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন: ১৫০ বছর পূর্তিতে 'বন্দে মাতরম' এর থিম, প্রথমবারের মতো যুদ্ধ প্রদর্শনী

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন ২০২৬ সালের ২৬ জানুয়ারি, কার্তব্যপথে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম এর ১৫০ তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্রীয় থিম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতের সামরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে একত্রিত করা হবে, এমনটাই ঘোষণা করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার একটি প্রেস কনফারেন্সে প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং জানান, প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেডে বেশ কিছু নতুন আকর্ষণ থাকবে। এর মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফেজড ব্যাটল অ্যারে ডিসপ্লে অন্যতম, এবং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করবেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি অ্যান্টোনিও কোস্টা এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি আর্সুলা ভন ডার লেইয়েন।

এবছরের প্যারেডের মূল থিম হিসেবে "১৫০ বছর বন্দে মাতরম" রাখা হয়েছে, যা পুরো প্যারেডে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হবে। সজ্জা, ট্যাবলো, সঙ্গীত, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে এই থিমের প্রতিফলন দেখা যাবে। ১৯২৩ সালে শিল্পী তেজেন্দ্র কুমার মিত্র দ্বারা আঁকা বন্দে মাতরম এর বাণী সম্বলিত সিরিজ চিত্র প্রদর্শিত হবে কার্তব্যপথে। প্যারেডের শেষ অংশে একটি বিশাল ব্যানার উন্মোচিত হবে, যার উপর থাকবে 'বন্দে মাতরম', এবং এর সাথে ছড়িয়ে দেওয়া হবে রাবার বেলুন। বন্দে মাতরম থিমে ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, কোস্ট গার্ড এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় আধিকারিক বাহিনীর উদ্যোগে সারা ভারত জুড়ে ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ ব্যান্ড পারফরমেন্স অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাংকিম ভবন-এ, রচয়িতা রিশি ব্যাংকিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর পুরোনো বাড়িতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হবে।

প্রথমবারের মতো ভারতীয় সেনাবাহিনী ফেজড ব্যাটল অ্যারে ডিসপ্লে প্রদর্শন করবে, যেখানে থাকবে ৬১ ক্যাভালরি এর একটি রাইডিং কলাম এবং ৭টি মার্চিং কন্টিনজেন্ট। এছাড়া, ট্যাংক, আর্টিলারি সিস্টেম, মিসাইল সিস্টেম এবং ড্রোন সহ আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে।

এছাড়া, পশু কন্টিনজেন্টের মধ্যে থাকবে জানস্কর পনি, ব্যাকট্রিয়ান উট এবং কুকুর তাদের হ্যান্ডলারদের সাথে। মোট ১৮টি মার্চিং কন্টিনজেন্ট এবং ১৩টি সামরিক ব্যান্ড প্যারেডে অংশ নেবে।

প্যারেডের চূড়ান্ত আকর্ষণ থাকবে বিমান বাহিনীর ফ্লাইপাস্ট, যেখানে ২৯টি বিমান, যার মধ্যে থাকবে রাফাল, সু-৩০, মিগ-২৯, এপাচে, এলসিএইচ, এলএইচ, মি-১৭, পি-৮আই, এবং সি-২৯৫, বিভিন্ন ফরমেশনে আকাশে উড়ে যাবে। বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ ট্যাবলোও থাকবে, যা জাতি গঠনে তাদের অবদান তুলে ধরবে।

কার্তব্যপথে মোট ৩০টি ট্যাবলো প্রদর্শিত হবে, যার মধ্যে ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের এবং ১৩টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগের। এসব ট্যাবলোতে প্রদর্শিত হবে স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়।

এবারের প্যারেডে উপস্থিত থাকবেন প্রায় ১০,০০০ বিশেষ অতিথি, যাদের মধ্যে কৃষক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা, মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ছাত্র-ছাত্রী, আদিবাসী প্রতিনিধিরা, স্যানিটেশন কর্মীরা এবং বিভিন্ন সরকারি স্কিমের উপকারভোগীরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। বিদেশী প্রতিনিধিরাও এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

কার্তব্যপথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ২,৫০০ শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানটি দুইটি প্রধান থিমে নির্মিত হবে - 'বন্দে মাতরম' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'। এই অনুষ্ঠানের সৃজনশীল দলের মধ্যে থাকবেন সঙ্গীত পরিচালক এম.এম. কীরভানি, গীতিকার সুভাষ সেহগল, পাঠক অনুপম খের এবং নৃত্য পরিচালক সন্তোষ নায়ার, যাদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে।

সরকার সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য পাবলিক সিটিং বৃদ্ধি করেছে, এবং অনলাইন ও অফলাইন মাধ্যমে টিকিট বিতরণ করা হবে। টিকিটধারীদের জন্য ফ্রি মেট্রো ভ্রমণ এবং পার্ক-অ্যান্ড-রাইড সুবিধা প্রদান করা হবে, এছাড়া সব ইনক্লোজার থাকবে দীর্ঘাঙ্গ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী।

প্রজাতন্ত্র দিবসের উদযাপনের পর ভারত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে লাল কেল্লা-এ, ২৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এখানে প্রদর্শিত হবে ট্যাবলো, আঞ্চলিক খাবার, হস্তশিল্প এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া ২৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী এনসিসি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে কারিয়াপ্পা প্যারেড গ্রাউন্ডে।

ওম বিড়লা: গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও প্রাসঙ্গিক রাখতে হতে হবে স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিক্রিয়া যোগ্য এবং জবাবদিহি প্রদানে সক্ষম

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো তখনই শক্তিশালী এবং প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে, যখন তারা জনগণের কাছে স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিক্রিয়া যোগ্য এবং জবাবদিহি প্রদানে সক্ষম হবে। তিনি এ মন্তব্য করেন কমনওয়েলথের স্পিকার ও সভাপতি কর্মকর্তাদের সম্মেলন-এর সমাপনী অধিবেশনে, যা গতকাল নয়াদিল্লি-তে শেষ হয়।

স্পিকার বিড়লা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, উদ্দীপনা এবং গঠনমূলক মনোভাবের জন্য গভীর প্রশংসা প্রকাশ করেন, যার ফলে সম্মেলনটি আরও অর্থপূর্ণ এবং স্মরণীয় হয়ে ওঠে। তিনি মন্তব্য করেন, যে আলোচনা গুলি হয়েছিল তা সিএসপিওসি -এর দীর্ঘস্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা এবং এর গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে, যা সংসদগুলোকে আরো জনগণমুখী, জবাবদিহি ও কার্যকরী করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।

লোকসভার স্পিকার ৫৬ বছর আগে সিএসপিওসি প্রতিষ্ঠার পেছনের দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করে বলেন, এটি ছিল কমনওয়েলথ-এর গণতান্ত্রিক আইনসভাগুলোর মধ্যে অবিরত সংলাপ বজায় রাখার এবং সংসদীয় দক্ষতা ও প্রতিক্রিয়া যোগ্যতা বৃদ্ধির নতুন উপায় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, ২৮তম সিএসপিওসি এই ঐতিহ্যকে নতুন উদ্যম ও যথার্থতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়েছে।

এ বছর, এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সভাপতিত্বে। সমাপনী অধিবেশনে তিনি ২৯তম সিএসপিওসি-এর সভাপতির দায়িত্ব যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সের স্পিকার স্যার লিন্ডসে হোয়াইল-কে হস্তান্তর করেন এবং লন্ডনে আগামী সম্মেলনের সফলতা কামনা করেন।

সম্মেলনের পর, স্পিকার ওম বিড়লা ভাইরাট অন দ্য মুভ নামক একটি হাই-টেক মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন, যা ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং বিশ্বের দ্রুততম উন্নয়নশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে তার বৃদ্ধির গতিপথ প্রদর্শন করে। এই প্রদর্শনীটি বিদেশী প্রতিনিধিদের জন্য আয়োজিত হয়েছিল, যারা ২৮তম সিএসপিওসি-এ অংশ নিতে ভারতীয় সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দিনটির শুরুতে, স্পিকার ওম বিড়লা বিশেষ প্লেনারি সেশনের সভাপতিত্ব করেন। সেখানে তিনি মন্তব্য করেন, আধুনিক গণতন্ত্রগুলো অভূতপূর্ব সুযোগ এবং জটিল, বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, সংসদের সভাপতিদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোজিত করা, তবে তা অবশ্যই সংবিধানিক মূল্যবোধে অটল থাকতে হবে।

স্পিকার আরও বলেন, সংসদের প্রকৃত প্রাসঙ্গিকতা জনগণের প্রত্যাশা ও আশা পূরণের ক্ষমতার মধ্যে নিহিত, যাতে বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে জনগণের সমস্যাগুলোর জন্য কার্যকরী সমাধান বের হয়। তিনি মন্তব্য করেন, গণতন্ত্রের শক্তি একমত হওয়া এবং বিরোধিতা করা উভয়েই, তবে তা সংসদীয় শিষ্টাচারের মধ্যে থেকেই হতে হবে।

রিয়াদে ভারতের পর্যটন প্রচারের উদ্যোগ: 'ইন্ডিয়া আনভেইলড' ইভেন্টে সৌদি নাগরিকদের কাছে ভারতের পর্যটন গন্তব্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: ভারতের রাষ্ট্রদূত সুহেল আজাজ খান, সৌদি আরবে ভারতের পর্যটন খাতের প্রচারে একটি বড় ইভেন্ট আয়োজন করেছেন, যার নাম ছিল "ইন্ডিয়া আনভেইলড: কালচার, হেরিটেজ অ্যান্ড বিয়ন্ড"। এই ইভেন্টটি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি ভারতের নানা পর্যটন অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের পার্টনারদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়ক ছিল। ইভেন্টে সৌদি আরবের শীর্ষস্থানীয় ট্রাভেল এবং ট্যুর অপারেটররা অংশগ্রহণ করেন, এবং ভারতের প্রধান ট্যুর অপারেটর ও এয়ারলাইন্স, যেমন ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়া, তাদের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা অনুসন্ধান করেন।

রাষ্ট্রদূত সুহেল আজাজ খান প্রধান বক্তা হিসেবে এই ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলা পর্যটন সম্পর্ক আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শক্তিশালী গতি প্রমাণ করে।' রাষ্ট্রদূত সৌদি নাগরিকদের ভারতের পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বেছে নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং ভারতকে বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ হিসেবে উপস্থাপন করেন, যেখানে রয়েছে মনোরম স্মৃতিসৌধ, বিস্ময়কর বন্যপ্রাণী, রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রম এবং আরামদায়ক মেডিটেশন ও আয়ুর্বেদ। তিনি আরো বলেন, 'ভারত ৪৪টি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান দ্বারা সমৃদ্ধ এবং ২০২৩ সালে সৌদি নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা চালুর মাধ্যমে ভারত সফর আরো সহজ করা হয়েছে।'এটি ভারতের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্য যেমন মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং খাবারের স্বাদ পরীক্ষার আয়োজন ছিল। এই অনুষ্ঠানে সেলিব্রিটি শেফ সঞ্জয় ঠাকুর ভারতের খাদ্য পর্যটন বিকল্পগুলির উপর একটি প্রেজেন্টেশন দেন এবং ভারত ও সৌদি আরবের দীর্ঘ ইতিহাসে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মাধ্যমে উদ্ভূত শেয়ার করা খাদ্য ঐতিহ্য তুলে ধরেন। এছাড়া, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তারা সৌদি পর্যটকদের জন্য ভারতীয় ভিসা প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন।ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে সরাসরি বিমান সংযোগ সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বর্তমানে আটটি ভারতীয় শহর সরাসরি সৌদি আরবের সাথে যুক্ত রয়েছে।

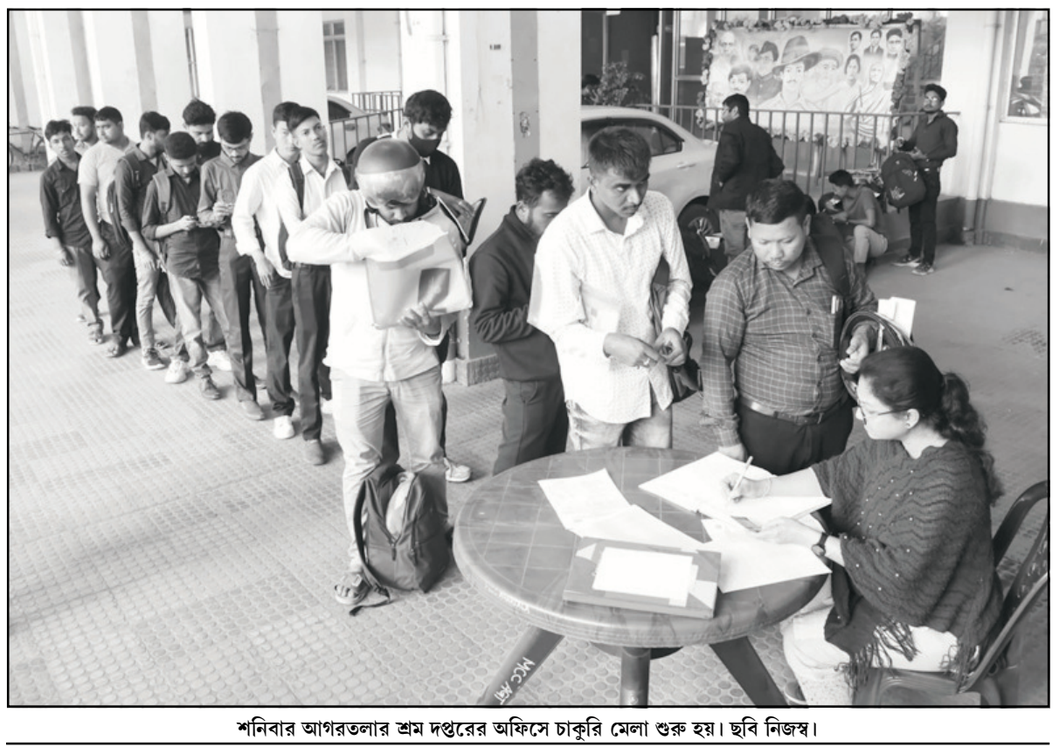
শনিবার আগরতলার শ্রম দপ্তরের অফিসে চাকুরি মেলা শুরু হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

দুই পৃথিবী

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ও মাসি ও মাসি তোমরা কোথায় যাচ্চো? আমাকে একটু নিয়ে যাবে? রাস্তার ধারে একদল নার্সিং মাসিদের দেখে জিজ্ঞাসা দুটো কৌতূহলী চোখের।

সেই কখন থেকে ঘরবন্দি হয়ে আছি আমি । কেউও কী নেই যে আমাকে একটু পথের ধারে নীল আকাশ দেখাতে নিয়ে যাবে ? আকাশের দিকে হা করে নিজেই নিজেকে যেন প্রশ্ন বছর সাতের মেঘলার । অনেকটা মনে করিয়ে দেয়, অমল ও দইওয়ালার অমলের মতো । যেখানে অমলও ঘর থেকে বাইরের দুনিয়া দেখতো। এক সময় রিনা মাসির ডাকে সম্বিৎ ফেরে তার । মেঘলা খেয়ে নাও । প্লেটে পাউরুটি, ডিম সিদ্ধ, এক গ্লাস জুস, একবাটি ছোলা-বাদাম ভেজা নিয়ে হাজির । না এ যেন তাঁর বয়স অপেক্ষা একটু বেশিই ব্রেকফাস্ট ।যদিও এতে রিনা মাসির কিছু হাত নেই, তাকে যেমন নির্দেশ দেওয়া আছে ইঞ্জিনিয়ার বাবা-মায়ের । মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে দিয়ে তাকে রেখে দিয়েছে মেঘলার দেখাশোনার জন্য। জন্মের ক'মাস শুধু মেঘলা পুরোপুরিভাবে তার মাকে পেয়েছিল, তারপর থেকে মা শ্রেয়ার আজ ওখানে মিটিং তো কাল ওখানে সেমিনার। তারপর আবার প্রেজেন্টেশনেরও চাপ রয়েছে। বাড়ি ফেরা মাত্রই বাবাকে জড়িয়ে ধরে মেঘলার বায়না, বাবা বাবা এবার আমাকে গরমের ছুটিতে দার্জিলিঙের ট্রয় ট্রেন দেখাতে নিয়ে যেতে হবে । অফিস ফেরৎ বাবার একরাশ বিরক্তির সঙ্গে আচ্ছা দেখবক্ষণ ! এখন নিজের অনেক কাজ করোগে যাও, আর আমাকেও কাজ করতে দাও । তোমার আবার কিসের এখন কাজ বাবা, এই তো এলে অফিস থেকে । ঠোঁট ফুলিয়ে মেঘলার প্রশ্ন বাবাকে । বাবা তুমি কী আর এখন বুঝবে কর্পোরেট অফিসের চাপ কাকে বলে ? ১ টাকা এমপ্লয়ীর পিছনে খরচ করলে ১০ টাকা তুলে নেবে, এটাই নিয়ম। বড় হয়ে তুমিও যখন কর্মজগতে প্রবেশ করবে তখন তোমারও এই আমারই মতোই অবস্থা হবে ।চা আর টোস্টে কামড় দিয়ে মেঘলাকে উত্তর তার পিতা দীপকের। মুখ ভার করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় দোতলার ঘরে । মা মা কোথায় তুমি ? বাথরুম থেকে একরাশ বিরক্তির সুরে কী হয়েছে কী ? মা, মা এবার আমাকে গরমের ছুটিতে দার্জিলিঙ বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে উ বাবু এখন তুমি নিজের ঘরে যাও, আমার এখুনি একটা কনফারেন্স কলে মিটিং আছে । রিনা রিনা কোথায় আছো তুমি, নিয়ে যাও মেঘলাকে এখান থেকে ।দু- চোখ জল ছাপিয়ে যায়, মেঘলার । দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরের বিছানায় গিয়ে মুখ লুকায় সে । কিছুক্ষন পর রাতের খাবার নিয়ে রিনা মাসির আগমন, প্লেটে কষা খাসির মাংস, সাদা ময়দার লুচি আর বড় দুটো রাজভোগ । এ কী কেঁদে কেঁদে যে মুখ ফুলিয়ে ফেলেছো, খেয়ে নাও তো এবার। না আমি কিছু খাবো না, আমার খিদে নেই । মা বাপি খেয়েছে? হ্যা দাদা বৌদি তো কখন খেয়ে নিজের নিজের ঘরে অফিসের কাজে লেগে পড়েছে । আমি ঘুমাতে যাবার আগে ভাবলাম তোমাকে খাইয়ে দিয়ে যাই । না আজ মন ভালো নেই মেঘলার, রিনা মাসিরও চোখ ছলছল করে উঠলো । রিনা মাসি আজ তুমি রাতে আমার কাছে ঘুমাবে ? একগাল হেসে, দাঁড়াও মেঘলা আমার খাবারওটাও নিয়ে আসি তাহলে । দু'জনে মিলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে ক্ষণ । নিমিষের মধ্যে প্লেটে খাবার নিয়ে হাজির রিনা মাসিও । না আজ তারা দু'জনেই যেন খুব খুশি, আচমকা পুরানোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুনত্বের শুরু। নিঃসন্তান রিনা মাসি আর মেঘলার কতশত খেতে বসে গল্প, খাবার শেষ হয়ে গেলেও যেন গল্প আর থামতেই চায় না । সেই মুহূর্ত থেকেই রিনা মাসি আর মেঘলার যেন দুইপৃথিবী শুরু হল, যার গান আর কোনোদিনও থেমে থাকবে না ।

লিভারের যত্নে 'সুপারহিরো' মুলা

ব্যস্ত জীবনযাপন, প্রক্রিয়াজাত খাবার, মানসিক চাপ ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে এখন আর ফ্যাটি লিভার কোনো বিরল রোগ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ বুঝতেই পারেন না যে তারা লিভারের সমস্যা শুরু হয়ে গেছে। রুটিন পরীক্ষায় ধরা পড়ার পর বিষয়টি সামনে আসে।

লিভারের সুস্থতায় চিকিৎসা অবশ্যই জরুরি। তবে প্রতিদিনের খাবারে সামান্য পরিবর্তনও লিভার সুস্থ রাখতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এমনই একটি সাধারণ কিন্তু কার্যকর খাবার হলো শীতের পরিচিত সবজি মুলা।

ভারতীয় পুষ্টিবিদ নামামি আগারওয়াল মুলাকে আখ্যা দিয়েছেন লিভারের 'সুপারহিরো' হিসেবে। তার মতে, কোনো দামি সাপ্লিমেন্ট বা ডিটক্স ড্রিংক নয়-ঘরের এই সাধারণ সবজিটিই লিভারের যত্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে যাদের ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি রয়েছে।

মুলার অন্যতম গুণ হলো এটি লিভার থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদের ভাষায়, মুলা প্রাকৃতিকভাবে লিভারকে ডিটক্স করতে সহায়তা করে, ফলে লিভার আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে যাদের লিভার অতিরিক্ত চাপের মধ্যে থাকে

তাদের জন্য এটি বিশেষভাবে উপকারী।

এছাড়া মুলায় রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এসব উপাদান শরীরের ফ্রি র‍্যাডিকেলের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য করে যা লিভারের প্রদাহ বাড়িয়ে দিতে পারে। লিভারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পিত্তরস তৈরি ও নিঃসরণ। মুলা পিত্তরসের প্রবাহ উন্নত করতে সাহায্য করে, যার ফলে শরীরে চর্বি হজম ভালোভাবে হয়। চর্বি সঠিকভাবে ভাঙতে পারলে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকিও কমতে পারে।

মুলায় থাকা গ্লুকোসিনোলেটস নামের উপাদান প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। এই যৌগগুলো এমন সব উপাদানের বিরুদ্ধে কাজ করে, যা ফ্যাটি লিভারের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে নিয়মিত মুলা খাওয়া লিভারের প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে।

খাদ্যতালিকায় মুলা যুক্ত করাও বেশ সহজ। সকালে খালি পেটে মুলার রস পান করা যেতে পারে, কিংবা সকালে মুলা ভেজানো পানি খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া কাঁচা মুলা সালাদে যোগ করা বা প্রতিদিনের রান্নার অংশ হিসেবেও এটি খাওয়া যায়।

তবে পুষ্টিবিদদের পরামর্শ হলো-মুলা কোনো ম্যাজিক সমাধান নয়। এটি লিভারের ডিটক্স, প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ ও চর্বি বিপাকে সহায়তা করলেও সর্বোচ্চ উপকার পেতে হলে প্রয়োজন সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন। শেষ পর্যন্ত বলা যায়, সুস্থ থাকতে সব সময় জটিল কিছু দরকার হয় না। অনেক সময় ভালো স্বাস্থ্যের শুরু হয় আমাদের থালায় থাকা পরিচিত খাবার থেকেই।

সপ্তাহে এক দিন বেশি খাওয়া ক্ষতি নয়

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণার ওয়েবসাইট থেকে জানা গিয়েছে, সপ্তাহে একদিন বেশি খেলে , শরীরে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা কমতে পারে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাত্র এক সপ্তাহে মাত্রায় বেশি খাওয়া হলেও শরীরে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা দ্রুত কমে যায়। এর ফলে শরীর (গ্লুকোজ) ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না যা বাড়িয়ে দিতে পারে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি।, যখন হঠাৎ খুব বেশি খাবার খাওয়া হয়,তখন বদহজম, গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা হতে পারে। তবে সাধারণত এগুলো সাধারণত অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। সারা সপ্তাহ বেশ কড়া ডায়েট ফলো করে একটা দিন চুটিয়ে খান অনেকেই। সারা সপ্তাহ ডায়েট চার্ট মেনে সপ্তাহের শেষে কি চুটিয়ে পছন্দের বিরিয়ানি, ফ্রায়েড রাইস , মোগলাই আরও অনেক ফাস্টফুড খাচ্ছেন? চিট ডে পালন করতে গিয়ে অজান্তে নিজের শরীরের দফা রফা করছেন না তো? কী বলছেন চিকিৎসকরা? বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন সপ্তাহে একদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি খাবার খাওয়া বা "ওভারইটিং" অনেকের কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও সেটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হলে ঘটাতে পারে বিপদ। এটা শুধু ওজন বাড়ায় না, ক্ষতিও করে স্বাস্থ্যের।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণার ওয়েবসাইট থেকে জানা গিয়েছে, সপ্তাহে একদিন বেশি খেলে , শরীরে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা কমতে পারে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাত্র এক সপ্তাহে মাত্রায় বেশি খাওয়া হলেও শরীরে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা দ্রুত কমে যায়। এর ফলে শরীর (গ্লুকোজ) ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না যা বাড়িয়ে দিতে পারে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি। যখন হঠাৎ খুব বেশি খাবার খাওয়া হয়,তখন বদহজম, গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা হতে পারে। তবে সাধারণত এগুলো সাধারণত অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়।

শরীর অতিরিক্ত খাবার হজম করতে প্রচুর শক্তি ব্যবহার করে। তাই অনেকেই বেশি খাবার পর ক্লান্ত বোধ করেন তাতে মনোযোগ কমে যায় এবং ঘুম আসার প্রবণতা বাড়ে। একদিনে শুধু ফ্যাট-ভরা বা ক্যালোরি ভরা খাবার খেলে তা ওজন কমানোর প্রসেসকে ব্যাহত করে এবং শরীরে স্বল্প স্থায়ী ব্লাড সুগার স্পাইক বা ইনসুলিনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে পারে যা গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে, বিশেষত যারা চর্বি কমাতে বা রক্ত-চিনি নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন তাঁদের জন্য বেশ সমস্যা হতে পারে।

তবে মাত্র একদিন খাওয়া বেশি হলে তা শরীর বিপর্যস্ত করে না, কিন্তু এটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হলে ঝুঁকি বাড়ে। অতিদ্রুত খাওয়া, ফাস্টফুড বা বেশি ক্যালোরিযুক্ত খাবার বেছে নিলে হজম ও হরমোন ব্যালান্সে প্রভাব পড়তে পারে।

মুরগির মাংস কি ওজন কমাতে সাহায্য করে ?

ওজন কমাতে সাধারণত শর্করাজাতীয় ও তেল-চর্বিযুক্ত খাবার কম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, তা ছাড়া লাল মাংসও এড়িয়ে চলতে বলা হয় । ধারণা করা হয়, মুরগির মাংস স্বাস্থ্যকর, ফলে মুরগি খেলে ওজন বাড়ে না। আদতে কি ধারণাটি ঠিক? নাকি মুরগির মাংস খেলেও ওজন বাড়তে পারে?

পর্যাপ্ত আমিষজাতীয় খাবার খেলে চট করে আপনার ক্ষুধা পাবে না। এর ফলে শর্করাজাতীয় খাবার এবং অন্যান্য উচ্চ ক্যালরি সম্পন্ন খাবারের পরিমাণ কমানোটা আপনার জন্য সহজ হবে। অর্থাৎ আপনি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

তবে এই মাংসের সঙ্গে যদি চর্বি থাকে, তাহলেই মুশকিল। চর্বি গ্রহণ করার অর্থই হলো, আপনি বাড়তি ক্যালরি গ্রহণ করছেন। তার মানে, আপনার ওজন বাড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। তাই মাংস খেলে এর চর্বির পরিমাণটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনটাই জানালেন রাজধানীর আজিমপুরে অবস্থিত গভর্নমেন্ট কলেজ আব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সায়েন্সের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শম্পা শারমিন খান। মুরগির কোন অংশে চর্বি থাকে? ব্রয়লার মুরগিতে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে। মাঝারি আকারের দু-তিনটি টুকরাতেই পঞ্চাশ থেকে এক শ গ্রাম চর্বি থাকতে পারে। ব্রয়লার মুরগির দেহের বিভিন্ন অংশে চর্বি থাকে। কাটার সময় বা কাটার পর মুরগির রান, থান বা বুকের অংশের পাশ দিয়ে লেগে থাকা চর্বি দেখতে পাবেন। কোনো অংশই পুরোপুরি 'চর্বিমুক্ত' নয়। আর মুরগির চামড়াও কিন্তু চর্বির উৎস। তাই মুরগির চামড়া খাওয়া যাবে না।

সুস্থ থাকার জন্য উদ্ভিজ্জ উৎস থেকেই অধিকাংশ খাবার গ্রহণ করা উচিত। যেসব খাদ্যাভ্যাস বৈজ্ঞানিকভাবেই 'স্বাস্থ্যকর' হিসেবে স্বীকৃত, সেগুলোতে উদ্ভিজ্জ উপাদানই বেশি প্রাধান্য পায়। প্রাণিজ আমিষ হিসেবে যদি ব্রয়লার মুরগি খেতে চান, তাহলেও ক্ষতি নেই। তবে মুরগি টুকরা করার সময় চর্বি ফেলে দিন। ছোট ছোট টুকরা করে ব্রয়লার মুরগি দিয়ে স্বাস্থ্যকর কোনো পদ রান্না করতে পারেন।

রান্নার পদ্ধতিটা গুরুত্বপূর্ণ-এমন পদ রান্না করুন, যাতে তেলের প্রয়োজন হয় খুব কম। ডিপ ফ্রাইজাতীয় পদ না খেয়ে বরং সেদ্ধ মাংস, চীনাবাদাম, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম আর বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে সালাদ তৈরি করে খেতে পারেন।

হালকা নাশতার পদ হিসেবে মুরগির স্যুপ খেতে পারেন। তবে স্যুপ তৈরি শুরুর আগেও চর্বি ফেলে দিতে হবে এবং 'ক্লিয়ার' স্যুপ তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ স্যুপে কর্নফ্লাওয়ারজাতীয় উপকরণ মেশানো যাবে না। ভাত বা রুটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য মুরগির ঝোলজাতীয় পদ রান্না করলেও তাতে কম তেল ব্যবহার করুন। মাংস রান্নার সময় অনেকে আলু দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে, আলু শর্করাজাতীয় খাবার। তাই আলু খেলে কিন্তু ভাত-রুটির পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে অবশ্যই। নইলে ওজন বাড়তে পারে। মেয়নেজ, মাখন বা ঘি ব্যবহার করে যেসব পদ তৈরি করা হয়, সেগুলোও খাবেন না। উৎসব-আয়োজনে রোস্ট, মোরগ-পোলাও বা চিকেন বিরিয়ানির পরিবর্তে গ্রিল করা মুরগি খেতে পারেন। মুরগির পদ তৈরির সময় টোস্টের গুঁড়া দিলেও সেই পদে ক্যালরির পরিমাণ বেড়ে যাবে। যেকোনো পদের সঙ্গে কেচাপ বা সসজাতীয় উপকরণ যোগ করা থেকে বিরত থাকুন

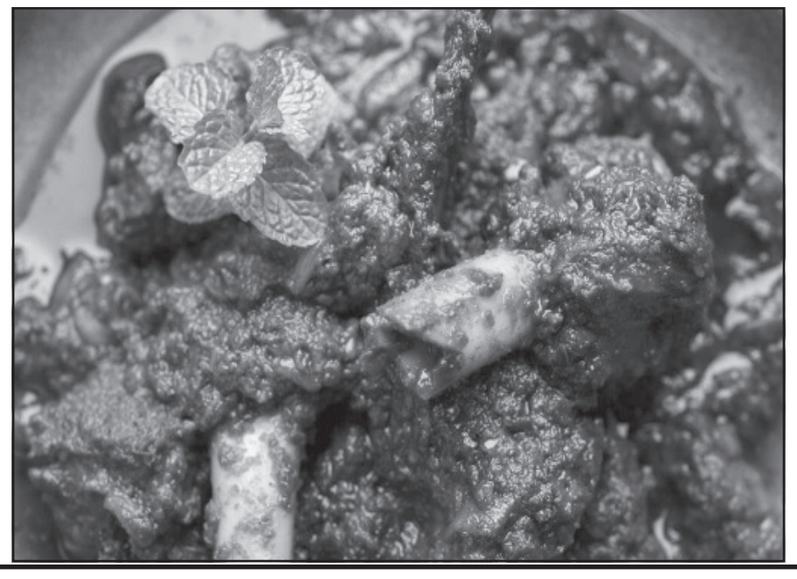

খাওয়ারপরে না হাঁটলে পড়বেন হজমের সমস্যায়

এক গবেষণায় দেখা গিয়েছেখাওয়ার পর ১০---১৫ মিনিট ধীরে হাঁটলে ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে দৌড়ানো বা ভারী ব্যায়াম করলে হবে না। খাবার পর হালকা হাঁটতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর তরফে জানা গিয়েছে,রোজ না হাঁটলে শুধু হৃদরোগ নয়হজমের সমস্যাতেও পড়েন অনেকে। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস হজম শক্তিশালী করে, অন্ত্র সুস্থ রাখে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কতটা হাঁটলেই যথেষ্ট?

কেউ বলেন খাবার পর হাঁটাহাঁটি করলে হজম হয়। আবার কারও মতে খাবার পর নিতে হবে রেস্ট। খাওয়ার পর একটু হাঁটাএই কথাটা আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু সত্যিই কি হাঁটাহাঁটি না করলে হজমের সমস্যা হয়? নাকি এটা প্রবাদ মাত্র? গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বলছেএর পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে।

হাঁটা আর হজমের সম্পর্ক কোথায়?

আমাদের হজম প্রক্রিয়া শুধু পেটের ভিতরেই যে চলে তা নয় পুরো শরীরের নড়াচড়ার সঙ্গে যোগ রয়েছে হজমের। চিকিৎসকদের মতে, হাঁটার সময় পেট ও অন্ত্রের পেশি কাজ করে ফলে গ্যাস জমে থাকার প্রবণতা কমে, কোষ্ঠকাঠিন্যের ঝুঁকি কমে। হালকা শরীরচর্চা অন্ত্রের গতি বাড়ায়।

না হাঁটলে কী কী সমস্যা হতে পারে জানেন?

যাঁরা খাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে থাকেন বা একদম নড়াচড়া করেন না, তাঁরা পেট ফাঁপা, বদহজম, বুকজ্বালা, গ্যাস ও অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্যের মত সমস্যায় ভোগেন এক গবেষণায় দেখা গিয়েছেখাওয়ার পর ১০---১৫ মিনিট ধীরে হাঁটলে ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে দৌড়ানো বা ভারী ব্যায়াম করলে হবে না। খাবার পর হালকা হাঁটতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর তরফে জানা গিয়েছে,রোজ না হাঁটলে শুধু হৃদরোগ নয়হজমের সমস্যাতেও পড়েন অনেকে। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস হজম শক্তিশালী করে, অন্ত্র সুস্থ রাখে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কতটা হাঁটলেই যথেষ্ট? খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়া বা সোফায় বসে থাকাকে এড়িয়ে চলতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। শেষ কথা হজম ভাল রাখতে শুধু কী খাচ্ছেন সেটাই নয়, খাওয়ার পর কী করছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

আটা-ময়দার হরেকরকম

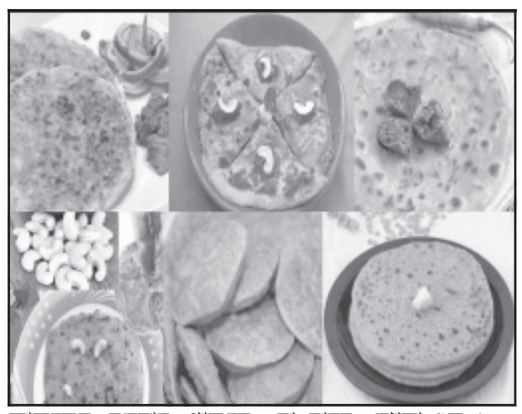

আজকের রসনায় থাকছে আটা-ময়দার নানা রেসিপি। কারণ রোজ-রোজ ভাত- ডাল-মাছের ঝোল ভাল নাই লাগতে পারে। মাঝে মাঝে একটু স্বাদবদল হলে ক্ষতি নেই। এই রেসিপি আপনার রাতের ভোজকে বেশ ভালই জমিয়ে দেবে। সঙ্গে একটু টক-ঝাল আচার আর স্যালাড হলে তো সোনায় সোহাগা।

মাংসের রুটি

উপকরণ— মাংসের কিমা ৫০০ গ্রাম, পাউরুটি আধ পাউন্ড, ডিম দুটি, পার্সলেপাতা এক গোছা, সাদামরিচ এক চা-চামচ, কালোমরিচ এক চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা আধ কাপ, সাদা তেল চার চা-চামচ, মাখন (আন্দাজমতো)।

প্রণালী— সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে এক ঘন্টা রেখে দিন। খুব আঁট যেন না হয়। একটা লোফ টিনে মাখন মাখিয়ে মাখা কিমা তাতে সমান করে রেখে, ২৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেক করুন। রুটি তৈরি হলে স্লাইস করে শসা ও টোম্যাটো সহযোগে পরিবেশন করুন।

বাদাম নারকেলের পরোটা

উপকরণ— ২৫০ গ্রাম ময়দা, ২ চামচ ঘি, ২৫ গ্রাম চিনি, হাফকাপ চিনাবাদামের গুঁড়ো, হাফকাপ নারকেল মিহি করে বাটা, হাফ চামচ এলাচগুঁড়ো, আধ কাপ ঘন দুধ, এক চিমটি নুন, ভাজবার জন্য ঘি।

প্রণালী--- ময়দা, নুন, চিনি ও সামান্য ঘি দিন। এরপর এতে গুঁড়ো চিনি চিনাবাদাম, নারকেল বাটা, এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে দুধ দিয়ে ঠেসে মেখে নিন। এবার লেচি করে পরোটার আকারে বেলে ঘি-তে মচমচে করে ভেজে পরিবেশন করুন। এই পরোটা কম আঁচে তৈরি করবেন।

কাজুবাদামের রুটি

উপকরণ--- চিনি ১০০ গ্রাম, মাখন (গলানো) ২৫ গ্রাম, কাজুবাদাম (টুকরো করা) ১০০ গ্রাম, দারচিনি (গুড়ো করা) এক চা-চামচ, ঝোলা গুড় ১০০ গ্রাম, দুধ ১৫০ মিলি, ডিম ২ টো (ফেটানো), ময়দা (চেলে নেওয়া) ২৭৫ গ্রাম, মাখন ৫০ গ্রাম, খেজুর ১০০ গ্রাম (টুকরো করা)। প্রণালী--- কেক টিনে ভাল করে মাখন লাগান। টিনি, মাখন, কাজুবাদাম ও দারচিনি একসঙ্গে মেশান। গুড়, দুধ ও ফেটানো ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে ময়দা চেলে নিয়ে। এর মধ্যে মাখন দিন। এই ময়দার মধ্যে গুড়, দুধ, ডিমের মিশ্রণ এবং খেজুর দিন। কেক টিনে অর্ধেকটি কেকের মিশ্রণ ঢালুন। এর উপরে অন্য মিশ্রণটি ছিটিয়ে দিন। এবার বাকি মিশ্রণটি দিয়ে তার উপর আবার অন্য মিশ্রণটি দিন। এক ঘন্টা ধরে বেক করুন। বেক হলে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে কেকটি বের করে ঠাণ্ডা হতে দিন। তারপর পরিবেশন করুন।

ফুলকপির কচুরি

উপকরণ--- ১টা ফুলকপি (মাঝারি আকারের), ময়দা ২৫০ গ্রাম, আটা ৫০ গ্রাম, বাদাম ২৫ গ্রাম, আলু ২টো (বড় মাপের), পেঁয়াজ ১টা, মৌরি ১ চা-চামচ, সরষের তেল ২৫ গ্রাম, ঘি ১০০ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা ৩-৪ টে, হলুদ আধ চা-চামচ, নুন পরিমাণ মতো।

প্রণালী— ফুলকপি ও আলু সেদ্ধ করে নিন, আটা ও ময়দা মিশিয়ে জল দিয়ে মাখুন। মসৃণ করে মেখে লেচি কেটে বেলে নিন। তেল গরম করে বাদাম ভেজে রাখুন। সেদ্ধ আলু ও ফুলকপি চটকে নিয়ে পেঁয়াজ, লঙ্কাকুচি, মৌরি ও নুন, হলুদ দিয়ে বাকি তেলে ভেজে নিন। এতে বাদামও মেশান। একজোড়া লেচির মধ্যে এই পুর ভর্তি করে চারধার মুড়ে দিন। ঘিয়ে মুচমুচে করে ভাজুন, গরম গরম পরিবেশন করুন।

পনির পরোটা

উপকরণ--- ময়দা ১ কিলো, পনির ৪০০গ্রাম, টমেটো ৪টে (কুচানো), কাচালঙ্কা ৮টি (কুচানো), ধনেপাতা ২ আঁটি (কুচানো), আদা ২ইঞ্চি (কুচানো), ঘি ৪০০ গ্রাম, নুন (আন্দাজমতো), খাবার সোডা সামান্য। প্রণালী— পনির কুরিয়ে নিন। সব কুচনো মশলা এতে দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে রাখুন। ময়দায় অর্ধেক ঘি, খাবার সোডা ও নুন দিন। গরম জল দিয়ে ভাল করে মাখুন। মাখা হলে বড় বড় লেচি কেটে নিন। এর মধ্যে খানিকটা পনিরের পুর ভরুন। পুরভরা লেচিগুলো গোল করে বেলে নিন। ননস্টিক ফ্রাইপ্যানে তাওয়াতে পরোটাগুলো ঘি দিয়ে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ডালের পরোটা

উপকরণ— রান্না করা ছোলার ডাল ২০০ গ্রাম, ময়দা ২৫০ গ্রাম, ধনেপাতা ও সাদা তেল (আন্দাজমতো), সামান্য নুন।

প্রণালী--- ছোলার ডাল দিয়ে ময়দা মেখে নিন, তাতে সামান্য নুন দিন। মাখার সময় জল দেবেন। ধনেপাতা কুচিও ময়দার সঙ্গে মেখে নেবেন। মাখা মণ্ড থেকে লেচি কেটে বেলে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলুন।

কবিগুরু

শুভম সিংহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন খুবই মহৎ,
নিজের প্রতিভা ও গুণের দ্বারা জয় করেছিলেন পুরো জগৎ।
নিজের সম্পূর্ণ জীবনে লিখে গেছেন
হাজার হাজার গ্রন্থ,কাব্যগ্রন্থ ও গীত,
দিয়েছেন আমাদের দেশকে তার জাতীয় সংগীত ।
পেরিয়ে যেত ঘন্টার পর ঘন্টা, পেরিয়ে যেত লগ্ন,
কিন্তু তিনি শুধুই থাকিতেন তার রচনায় মগ্ন।
তিনি ছিলেন শিশুপ্রেমিক, করতেন সবার স্নেহ,
কতইনা লোক দেখেছি, তার স্থানে আসতে পারবে না কেহ।
যতই হোক ক্লান্তি, যতই মনে অশান্তি,
গান শুনে তার, মনে আসে এক পরম শান্তি।
রবি ঠাকুর ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক, কোকিলের মত ছিল তার স্বর,
তার রচিত গানগুলি চিরকাল হয়ে থাকবে অমর।
বছর পর বছর যাবে, যুগের পর যুগ যাবে,
কিন্তু তার স্মৃতি সকলের অন্তরে চিরকালই সঞ্চিত থেকে যাবে।

হরিশনগর চা বাগানে লকডাউন প্রত্যাহারের জন্য হস্তক্ষেপের দাবিতে ত্রিপুরা চা শ্রমিক ইউনিয়নের বিক্ষোভ ডেপুটেশন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় 'শান্তির বোর্ড' গঠনের ঘোষণা, দ্বিতীয় পর্বে যুদ্ধ বন্ধের পরিকল্পনা

ওয়াশিংটন, ১৭ জানুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধ বন্ধের জন্য তার মার্কিন সমর্থিত পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্বের অংশ হিসেবে 'শান্তির বোর্ড' গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টে বলেন, 'এটি আমার জন্য একটি বড় সম্মানের বিষয় যে আমি ঘোষণা করতে পারছি যে এই বোর্ডটি গঠিত হয়েছে,' এবং এটি 'যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে, কখনোই গঠিত হওয়া সবচেয়ে বড় এবং মর্যাদাপূর্ণ বোর্ড' হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, বোর্ডের সদস্যদের নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

এই ঘোষণা এক দিন পর আসে, যখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ বলেন, ট্রাম্পের ২০-দফা পরিকল্পনার অধীনে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে।

ট্রাম্প জানান, তিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নতুনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি প্রযুক্তিগত শরীর, 'গাজা প্রশাসনের জাতীয় কমিটি'-কে স্থানীয় শাসনকার্যের দায়িত্ব দেবেন, যা একটি ট্রানজিশনাল (অস্থায়ী) সময়কালে কাজ করবে। তিনি বলেন, প্রশাসনটি বোর্ডের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত একটি উচ্চ প্রতিনিধির সহায়তায় কার্যকর হবে এবং নেতৃত্ব শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। ট্রাম্প আরও বলেন, হামাসের সঙ্গে একটি ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি করা হবে, যার জন্য তিনি মিশর, তুরস্ক এবং কাতারের সহায়তা কামনা করেছেন। এই পরিকল্পনায় হামাসকে তার অস্ত্রসম্ভার ছাড়তে এবং তার সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্ক ভাঙতে হবে। ইসলায়েলের গাজায় সামরিক অভিযান, যা অক্টোবর ২০২৩ থেকে শুরু হয়, তাতে গাজা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ৭১, ৪০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১৭১, ৩০০ এর বেশি আহত হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে সতর্কতা জারি, খালিস্তানি ও বাংলাদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামলার পরিকল্পনা করতে পারে: গোয়েন্দা সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারী : প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে, গোয়েন্দা সংস্থা ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লি এবং দেশের বিভিন্ন শহরে সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে। খালিস্তানি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বাংলাদেশ ভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি হামলা চালানোর চেষ্টা করতে পারে বলে গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে।

গোয়েন্দা ব্যুরোর (আইবি) তথ্যে প্রকাশ, পাঞ্জাবভিত্তিক গ্যাংস্টারদের খালিস্তানি এবং অন্যান্য উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে। এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি বিদেশে বসবাসরত পরিচালকদের দ্বারা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে এবং তারা দেশীয় অপরাধী নেটওয়ার্কগুলোকে ব্যবহার করে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চায়।

গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, গ্যাংস্টাররা বর্তমানে হরিয়ানা, দিল্লি-এনসিআর, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে সক্রিয় এবং তারা ধীরে ধীরে খালিস্তানি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সতর্ক করেছে যে অপরাধী গোষ্ঠী এবং উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে একত্রিত হওয়ার ফলে জাতীয় নিরাপত্তা জন্য বড় ধরনের হুমকি সৃষ্টি করছে, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির আগে।

এই পরিস্থিতিতে, নিরাপত্তা সংস্থাগুলি রাজধানী শহরে প্রস্তুতি জোরদার করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী দিবসের কুচকাওয়াজের প্রাক্কালে, উত্তর দিল্লি পুলিশ একাধিক সিমুলেটেড দ্বদ্রত্বদ্ধ ত্মহনন পরিচালনা করেছে, যাতে সন্ত্রাসী হামলার মতো পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া সময় এবং বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় মূল্যায়ন করা হয়।

সূত্র জানায়, জানুয়ারির প্রথম দুই সপ্তাহে উত্তর দিল্লির সংবেদনশীল এবং জনবহুল স্থানগুলোতে মোট চারটি মক ড্রিল চালানো হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে রেড ফোর্ট, আইএসবিটি কাশমীর গেট, চান্দনী চক, খারি বলি, সদর বাজার এবং বেশ কয়েকটি মেট্রো স্টেশন। এই ড্রিলস-এর উদ্দেশ্য ছিল অ্যান্টি-টেরর ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, ইন্টার-এজেন্সি সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং কর্মকর্তাদের ও জনসাধারণকে সন্ত্রাসী হামলার জন্য প্রস্তুত রাখা।

এদিকে, গণপ্রজাতন্ত্রী দিবসের কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি চলছে পূর্ণমাত্রায়। এই বছর, কুচকাওয়াজে ৩০টি টেবলো প্রদর্শিত হবে, যা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উন্নয়নমূলক সাফল্যগুলো তুলে ধরবে। এবারের কুচকাওয়াজের থিম হবে 'স্বাতন্ত্র্যতা কা মন্ত্র - বন্দে মাতরম' এবং 'সমৃদ্ধি কা মন্ত্র - আত্মনির্ভর ভারত', এ বছর 'বন্দে মাতরম' জাতীয় গানের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনও করা হবে, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

হিমাচল প্রদেশে পন্ডোগা ও পার্বানুতে এমএসএমই প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন অনুমোদন

শিমলা, ১৭ জানুয়ারি : মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস (এমএসএমই) মন্ত্রক হিমাচল প্রদেশের উনা জেলার পন্ডোগা এলাকা এবং সোলান জেলার পার্বানু শিল্পাঞ্চলে দুটি প্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য আনুমানিক ১০ কোটি টাকার ব্যয়ে এই প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হবে।

এমএসএমই মন্ত্রক দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি নতুন প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং এক্সটেনশন সেন্টার স্থাপন করছে, যার মধ্যে পন্ডোগা ও পার্বানু স্থান পেয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির প্রতিষ্ঠা রাজ্যে শিল্প উন্নয়নের জন্য একটি নতুন দিশা দেবে।

এমএসএমই প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলি শিল্পসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে, শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যুবকরা স্কিল ট্রেনিং পাবে এবং স্ব-নিয়োগের জন্য উন্নত সুযোগ লাভ করবে।

এমএসএমই প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলি স্থানীয় শিল্পীদের এবং উদ্যোক্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:-31/EE-IED/ AMB/2025-26 Dated: 16/01/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Deadline for Online bidding	Date of Opening
1	84/EE-IED/AMB/ 2025-26	4,17,716.00	8,354.00	On 22/01/2026 Upto 15.00 Hrs	On 22/01/ 2026 At 15.30 Hrs

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

For and on behalf of Governor of Tripura.

(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura

ICA/C-3881/25-26

NIT NO: e-PNIT-31/EE/RDD/STC/2025-212S Dated:- Approve Date The Executive Engineer, R.D Satchand Division Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11:00 A.M. of 20/ 01/2026 for empanelment of consultant for preparation of DPRS (PMGSY roads). For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-84149366533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Sachand Division
Sabroom, South Tripura

ICA/C-3878/25-26

নিখোঁজ সংবাদ

Ref: - Bishalgarh PS G.D Entry No- 16, Dated - 12-01-2026

উপরিউক্ত ছবিটি জামাল হোসেন (৪০),পিতা-মন্তাজ মিয়া,সাং- গজারিয়া,থানা-বিশালগড়, জেলা- সিপাহীজলা ত্রিপুরা বয়স - ৪০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রং- শ্যামলা, চুল- কালো, পড়নের পোশাক - বাদামী রঙের ফুল প্যান্ট এবং কালো রঙের কোট।উক্ত ব্যক্তিটি গত গত ১১-০১- ২০২৬ ইং তারিখে আনুমানিক ০৯০০ ঘটিকায় হইতে নিখোঁজ। উপরিউক্ত নিখোঁজ এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :-
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-
দূরভাষ নম্বর :- ৬০০৯৪২০৬০৪ (এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা)
৯৮৬২৬৭৬৬২৩ (ও.সি.বিশালগড় থানা)

ইতি
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা , বিশ্রামগঞ্জ

ICA/D-1814/25-26

ভারতে বিশ্বে সবচেয়ে সস্তা ডেটা খরচ ও সর্বোচ্চ ডেটা ব্যবহারের রেকর্ড: ডিজিটাল বিপ্লবের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ভারতের ইউনিয়ন কমিউনিকেশনস মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শনিবার জানিয়েছেন যে, এখন ভারত বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা ডেটা খরচ এবং সর্বোচ্চ ডেটা ব্যবহারের রেকর্ড গড়েছে, যা শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামোর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

দেশে বর্তমানে ১২৫ কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী রয়েছে, এবং ৪জি নেটওয়ার্ক আগামী জুনের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

"বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা ডেটা খরচ, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ডেটা ব্যবহারভারতের ডিজিটাল বিপ্লব, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সত্যিই তার মানুষের জন্য তৈরি," মন্ত্রী এক সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করেছেন।

বর্তমানে, বিএসএনএল মোট ৯৭,০৬৮টি ৪জি সাইট স্থাপন করেছে, যার মধ্যে ৯৩,৫১১টি "অন এয়ার" (অক্টোবর ৩১, ২০২৫ পর্যন্ত)। রাজ্য পরিচালিত এই টেলিযোগাযোগ অপারেটর আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সব ৪জি টাওয়ারকে ৫জি-তে আপগ্রেড করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে।

এদিকে, ৫জি সেবা ইতিমধ্যেই দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু হয়েছে এবং বর্তমানে ৯৯.৯ শতাংশ জেলার মধ্যে এটি উপলব্ধ। অক্টোবর ৩১, ২০২৫ পর্যন্ত, টেলিকম সেবা প্রদানকারী (টিএসপি) প্রতিষ্ঠানগুলো দেশে ৫.০৮ লাখ ৫জি বেস ট্রান্সসিভার স্টেশন (বিটিএস) স্থাপন করেছে, যা শহর ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

দেশব্যাপী মোট ৩১ লাখ বেস ট্রান্সসিভার স্টেশন (বিটিএস) স্থাপন করা হয়েছে। কল ড্রপ কমানো এবং কম সেবা প্রাপ্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগের উন্নতি করার জন্য সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) ও গ্রামে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়ার জন্য "ভারতনেট" প্রকল্প, মাওবাদীপ্রভাবিত এলাকা ও উন্নয়নশীল জেলার জন্য মোবাইল সেবা প্রদানের পরিকল্পনা, ৪জি স্যাচুরেশন প্রকল্প, এবং "গতি শক্তি সঞ্চার পোর্টাল" এবং "রাইট অফ ওয়ে" (আরও) নিয়ম চালু করা রয়েছে।

এছাড়াও, টেলিকম অবকাঠামো প্রাইভেট টিএসপি এবং রাজ্য পরিচালিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে স্থাপন করা হচ্ছে। মন্ত্রী সিন্ধিয়া আরও বলেন, প্রযুক্তি, স্পেকট্রাম, ডিভাইস, অ্যাপ্লিকেশন এবং টেকসইতার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা উচিত, যাতে উদ্ভাবনগুলি পরিপক্কতা অর্জন করতে এবং সম্প্রসারিত হতে পারে। তিনি সম্প্রতি বলেছেন যে স্পেকট্রাম নীতি ভারতীয় ৬জি কৌশলের জন্য কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে এবং উল্লেখ করেছেন যে ভারত ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য স্পেকট্রাম রিফার্মিং করেছে, এবং ভবিষ্যতে আরও পরিকল্পনা রয়েছে।

ইয়েমেনের প্রেসিডেনশিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিল প্রধানমন্ত্রী সালেম বিন ব্রেইকের পদত্যাগ গ্রহণ করে, নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শায়া মোহসেন জিন্দানি নিয়োগ

সানা, ১৭ জানুয়ারি : ইয়েমেনের প্রেসিডেনশিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিল প্রধানমন্ত্রী সালেম বিন ব্রেইকের পদত্যাগ গ্রহণ করেছে এবং দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়া মোহসেন জিন্দানিকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে, বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা সাবা।

বিন ব্রেইক আনুষ্ঠানিকভাবে তার পদত্যাগপত্র জমা দেন, যা কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হয়, এরপর জিন্দানিকে পরবর্তী মন্ত্রিপরিষদ গঠনের জন্য নিয়োগ করা হয়, সাবার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এই পদক্ষেপটি ইয়েমেনের সরকার গঠনে প্রেসিডেনশিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিলের নেতা রশাদ আল আলিমির পক্ষ থেকে সরকারের কাঠামোতে চলমান একাধিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে এসেছে। বর্তমানে রিয়াদে দক্ষিণী আলাদা হওয়া গোষ্ঠীর সাথে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছেন আল আলিমি।

এটি এমন একটি সময়ে হচ্ছে, যখন ইয়েমেন দেশের গভীর রাজনৈতিক জটিলতা ও শাসন কাঠামো নিয়ে চলমান আলোচনা এবং সমঝোতা প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছে।

হজ ২০২৬এর বুকিং ফর্মালিটিজের জন্য সময়সীমা ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে

শ্রীনগর, ১৭ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় মন্ত্রক মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স আজ ঘোষণা করেছে যে, হজ ২০২৬ এর বুকিং ফর্মালিটিজ সম্পন্ন করার জন্য সময়সীমা ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার হজ যাত্রী, যারা পূর্ববর্তী সময়সীমা পূর্ণ করতে পারেননি, তাদের জন্য স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক হজ বিভাগের একটি অফিসিয়াল সার্কুলারে জানিয়েছে যে, এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে যাত্রীদের বিভিন্ন আবেদন এবং অন্যান্য পক্ষের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, যাতে তারা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন।মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে যে, এই সময়সীমা বৃদ্ধি চূড়ান্ত এবং এটি জনস্বার্থে করা হয়েছে, যাতে কোনো যাত্রীর জন্য অস্বস্তি না হয়। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে, এই সময়সীমার মধ্যে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত যাত্রীদের সকল বাকি ফর্মালিটি সম্পন্ন করতে হবে, যেমন বুকিং প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা, বৈধ পাসপোর্ট হজ কমিটি বা সংশ্লিষ্ট হজ গ্রুপ অর্গানাইজারের কাছে জমা দেওয়া, এবং নুসুক পোর্টালে সফলভাবে নিবন্ধন নিশ্চিত করা।এছাড়া, মন্ত্রক যাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছে যে তারা তাদের নিবন্ধন স্থিতি, কোটার বরাদ্দ এবং সংশ্লিষ্ট অপারেটরের অনুমোদন নিশ্চিত করার পরই বুকিং সম্পন্ন করবেন। শুধুমাত্র অনুমোদিত হজ গ্রুপ অর্গানাইজার বা বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে বুকিং করা উচিত।হজ হাউস শ্রীনগরের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছেন, "যাত্রীদের অনুরোধ এবং বৃহত্তর স্বার্থে, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এই তারিখের পরে কোনো অবস্থাতেই সময়সীমা বাড়ানো হবে না।"

ঠাকরে কু'মিনোরা তাদের মারাঠি পরিচিতি রাজনীতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করলেন

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারী : 'এই সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি,' শিব সেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে)-এর একটি পোস্টে লেখা ছিল, যেখানে এক ছবিতে প্রদর্শিত হয় বালাসাহেব ঠাকরের ছবি, যিনি রাজনীতিতে মারাঠি কারণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডের শিব সেনা ব্রিহনমুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) নির্বাচন জিতে ঠাকরে পরিবার থেকে নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়েছে। ঠাকরে পরিবারের হাতে ২৫ বছর পর বিএমসি চলে গিয়েছিল, যাদের একত্রিত চেষ্টা গত বছর মহাযোতির জোটের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সফল হয়েছিল।

মারাঠি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ঠাকরে কু"মিনোরা মুম্বইয়ের বাসিন্দাদের জন্য একটি উন্নত জীবন দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তবে গতকালের ফলাফল তাদের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। যা নতুন একটি অধ্যায়ের শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা এখন কিছুটা পেছনে ফিরে গেছে।তবে, উদ্ধব ঠাকরে"র দল, যারা ২২৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬৫টি আসন জিতেছে, আশ্বাস দিয়েছে, 'এই সংগ্রাম এমনভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না মারাঠিদের সম্মান দেওয়া হয়।'

রাজ ঠাকরে, যিনি তার চাচা বাল ঠাকরের মতো আগ্রাসী রাজনীতির অনুসরণ করেন, বলেছেন যে পরাজয় মানে তিনি হতাশ হবেন না বা হাল ছেড়ে দেবেন না। 'যদি মারাঠি জনগণের বিরুদ্ধে কিছু ঘটে, আমাদের কর্পোরেটররা সেই শক্তিকে একেবারে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেবে,' তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

এমনকি তার মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস) বিএমসি নির্বাচনে মাত্র ৬টি আসন পেয়েছে, তাও তিনি তাঁর রাজ্য এবং মারাঠি জনগণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 'আমাদের সংগ্রাম মারাঠি জনগণের জন্য, মারাঠি ভাষার জন্য, মারাঠি পরিচয়ের জন্য এবং সমৃদ্ধ মহারাষ্ট্রের জন্য। এই সংগ্রাম আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ,' তিনি বলেন।

রাজ ঠাকরে আরও অভিযোগ করেন যে মহাযোতি মারাঠিদের প্রতি অত্যাচার এবং শোষণ করছে, এবং তার সংগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরেন। যারা তাদের ছায়ায় আছেন, তারা মারাঠি জনগণের প্রতি অত্যাচার এবং শোষণের একটিও সুযোগ ছাড়বে না। তাই আমাদের মারাঠি জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে,' তিনি বলেন।

এমএনএস দলের পক্ষ থেকে এটি পর্যালোচনা করা হবে এবং যেগুলি ভুল হয়েছে বা যা করা হয়নি, তা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এবং দলের পুনর্গঠন করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপি-শিব সেনা জোট ব্রিহনমুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) নির্বাচনে ব্যাপক জয় লাভ করেছে, যার ফলে ঠাকরে পরিবারের ২৫ বছরের সীমানার অবসান হয়েছে। মহাযোতি জোট মহারাষ্ট্রের ২৯টি পৌর কর্পোরেশনের মধ্যে ২৫টিতে জয়লাভ করেছে। বিএমসি-তে, বিজেপি-শিব সেনা জোট ১১৮টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়ে ১১৪টি আসনের প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি ছাড়িয়ে গেছে। যেখানে বিজেপি ৮৯টি ওয়ার্ডে জিতেছে, সেখানে একনাথ শিন্ডের শিব সেনা ২৯টি ওয়ার্ডে বিজয়ী হয়েছে।

বিএমসি-তে, যার বার্ষিক বাজেট ৭৪,৪০০ কোটি টাকারও বেশি, সেখানে ২২৭টি আসনের জন্য ১৭০০টি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই নির্বাচনটি ৯ বছর পর এবং ৪ বছরের বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত নির্বাচনে, ২০১৭ সালে, একত্রিত শিব সেনা (যাতে একনাথ শিন্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বহু দশক ধরে নিয়ন্ত্রণে থাকা বিএমসি-এর ক্ষমতা বজায় রেখেছিল।

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গে তুষ্টিকরণের রাজনীতি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে। দিল্লিতে একটি প্রেস কনফারেন্সে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিংসাকে সমর্থন করছেন এবং রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছেন।

সম্বিত পাত্র বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের সিনিয়র নেত্রী অগণতান্ত্রিক এবং হিংসাত্মক পদ্ধতিতে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া বন্ধ করার চেষ্টা করছেন।' তিনি আরও বলেন, 'বুথ স্তরের কর্মকর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি করার মতো কঠিন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছেন।' তিনি খণ্ড উন্নয়ন কর্মকর্তা (বিডিও) অফিসগুলোতে আক্রমণের অভিযোগও তুলেছেন।শ্রী পাত্র বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থা চরম সংকটের মুখে পড়েছে।' তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জাল পরিচয়পত্র র‍্যাকেট চালানোর এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার অভিযোগও করেছেন।

Press Notice Inviting e-Tender

For and on Behalf of the Governor of Tripura, the following e-Tender in Two Bid System is hereby invited from fish farmers & fishery cooperative society, Fishery Entrepreneurs, SHGS for the Supply of Mixed Major carp fingerlings to the different blocks & MC of Mohanpur sub-division, West Tripura District as mentioned below for distribution under various fisheries developmental schemes during the F.Y. 2026-27:

NIeT No	Item for Which e-Tender is Invited	Estimated Quantity (In Nos)	Estimated Tender Value (In Rs)	Time Schedule of Tender
Notice Inviting e-Tender No. F.3 (1)-SF/ MNP/ DEV/e-TENDER/2026-27/9442, Dated	Supply of Mixed Major carp fingerlings (Above 7 CM)	4 Lakh	Rs. 4.80 Lakh	Document download start date from 17/01/2026 at 16.00 Hours. Bid Submission end date 03/02/2026 up to 17.00 Hours. Time as per clock time of e- procurement website https://tripuratenders.gov.in

The detailed press notice & bid documents for the above can be seen on website https://tripuratenders.gov.in. All the future modifications/ corrigendum (if any) shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement portal only.

(D. Roy)
Supdt. Of Fisheries
Mohanpur Sub Division

ICA/C-3889/25-26

ভারতকে আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত জাতি গড়ে তোলার জন্য পরবর্তী দুই দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, ভারতকে আত্মনির্ভরশীল এবং উন্নত জাতি গড়ে তোলার জন্য আগামী দুই দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই যাত্রায় উত্তরাখণ্ডের বিশেষ ভূমিকা থাকবে। তিনি রাজ্যের নবায়নযোগ্য শক্তি, জৈবিক চাষ, আয়ুষ, পর্যটন, স্টার্টআপ এবং দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রের অপরিসীম সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেছেন। উপ-রাষ্ট্রপতি আশাবাদী যে, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর নেতৃত্বে উত্তরাখণ্ড উন্নতির নতুন শিখরে পৌঁছাবে।

উপরাষ্ট্রপতি আজ দেরাদুনে অনুষ্ঠিত একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মিডিয়াকে ইতিবাচক এবং উন্নয়নমুখী পদক্ষেপগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এর ফলে যুবসমাজে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা বাড়বে এবং জাতি গঠনের ভাবনা আরও শক্তিশালী হবে।

উপরাষ্ট্রপতি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উত্তরাখণ্ড গত এক দশকে সড়ক, রেল, বিমান ও যোগাযোগ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। চীন এবং নেপাল সীমান্তের কাছে অবস্থানরত রাজ্যের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি জাতির নিরাপত্তা ও শক্তির প্রথম সারি। প্রধানমন্ত্রী মাণা গ্রামকে ভারতের প্রথম গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করার উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, এটি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি।

মানবিকতার উর্ধ্বে 'অপটিক্স': প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হয়রানির অভিযোগ তৃণমূলের

মালদা, ১৭ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ সফরের প্রাক্কালে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) অভিযোগ করেছে, প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিকে ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে হয়রানিমূলক আচরণ করছে। দলের দাবি, নিরাপত্তার নামে সাধারণ মানুষকে 'বাধা' হিসেবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানবিকতার চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে শুধু দৃশ্যমান 'অপটিক্স'।

শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও শেয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেস জানায়, রেলস্টেশনে এক ব্যক্তিকে মারধর করা হচ্ছেযা নাকি প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণসূচির নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ। ভিডিওটি শেয়ার করে টিএমসি প্রশ্ন তোলে, "এভাবেই কি নরেন্দ্র মোদি ভারতের গরিব মানুষকে স্বাগত জানান?"

দলের অভিযোগ, ভান্দে ভারত স্লিপার ট্রেন উদ্বোধনের আগে নির্বিঘ্ন ছবি তোলার সুযোগ বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে প্রান্তিক মানুষকে ভয় দেখানো ও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলের মতে, এই ঘটনা এমন এক শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন, যেখানে মানবিকতার চেয়ে প্রদর্শনই মুখ্য।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার মালদায় পৌঁছে মালদা টাউন রেলস্টেশন থেকে হাওড়া—গুয়াহাটি (কামাখ্যা) রুটে ভারতের প্রথম ভান্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি রেল ও সড়ক পরিকাঠামোয় প্রায় ৩,২৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনের কথা রয়েছে। এরপর একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ারও সূচি রয়েছে।

ভিডিও প্রসঙ্গে বিজেপির তরফে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও, প্রধানমন্ত্রীর এক্স পোস্টে তিনি মালদার মানুষের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'কুশাসন'-এর অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, রাজ্য উন্নয়নমুখী সরকারের জন্য প্রস্তুত।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে চলমান স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ চলছে। তৃণমূলের অভিযোগ, এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটারদের হয়রানি করা হচ্ছে; যদিও বিজেপির দাবি, অবৈধ নাম বাদ দিতেই এই প্রক্রিয়া। এছাড়া পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক-এ সাম্প্রতিক ইডি অভিযানের বিষয়েও দুই দলের মধ্যে টানাপোড়েন রয়েছে।

মালদা সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী অসম যাবেন। এরপর ১৮ জানুয়ারি তিনি ফের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে হুগলির সিঙ্গুরে সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন ও জনসভায় ভাষণ দেবেন। চলতি বছরের শেষে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন থাকায় প্রধানমন্ত্রীর এই সফর রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রথম ভান্ডে ভারত স্লিপার ট্রেন

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে হাওড়া-গুয়াহাটি (কমাখ্যা) রুটে ভারতের প্রথম ভান্ডে ভারত স্লিপার ট্রেন উদ্বোধন করেছেন। তিনি ভার্চুয়ালি গুয়াহাটি-হাওড়া ভান্ডে ভারত স্লিপার ট্রেনও উদ্বোধন করেন। এই নতুন ট্রেনটি আরামদায়ক, সাশ্রয়ী এবং দ্রুত যাতায়াতের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে, যা দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রাকে দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও সুবিধাজনক করে তুলবে। ১৬টি আধুনিক কোচে সজ্জিত এই ট্রেনটি মোট ৮২৩ জন যাত্রী ধারণক্ষম, এবং এটি সাধারণ যাত্রী, ছাত্র-ছাত্রী, পেশাজীবী, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে।

ভান্ডে ভারত স্লিপার ট্রেনটি সেমি-হাই স্পিড ট্রেন, যার গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। যাত্রীদের জন্য আধুনিক সুবিধা যেমন আরামদায়ক স্লিপার বার্থ, স্বয়ংক্রিয় দরজা, কভাচ সেফটি সিস্টেম, আধুনিক টয়লেট, অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা, সিসিটিভি নজরদারি, এবং ডিজিটাল যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনিয়ায় মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ জানুয়ারি: শনিবার বেলা বারটায় বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার স্থিত অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ঋষ্যমুখ ব্লকের বিএসির চেয়ারম্যান সুমন উচাই, মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস, ডিসিএম সঞ্জয় শীল সহ বিভিন্ন ব্লকের চেয়ারম্যানগণ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মঞ্চে অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিরা বক্তব্যে বলেন, পড়ালেখার পাশাপাশি নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাচ, গান ও খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর যেমন সুস্থ থাকে, তেমনি মনও ভালো থাকে। মহকুমা ভিত্তিক লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় বিলোনিয়া পুর পরিষদের দুটি দল, ভারত চন্দ্র ব্লকের একটি দল এবং রাজনগর ব্লকের একটি দল মোট চারটি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীরা মঞ্চে নিজেদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে নৃত্য প্রদর্শন করেন।

প্রতিযোগিতা শেষে বিচারকদের বিচারে ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের অংশগ্রহণকারীরা প্রথম স্থান অর্জন করে এবং জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। মহকুমা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা শুরু হবে, এবং সেখানে বিজয়ীরা রাজ্য ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

হরিশনগর চা বাগানের লকআউট প্রত্যাহারের দাবিতে শ্রম দপ্তরে সিআইটিইউ অনুমোদিত ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: হরিশনগর চা বাগানে বেআইনি লকআউট প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার সিআইটিইউ অনুমোদিত ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও মিছিল সংগঠিত হয়। শ্রমিকদের স্বার্থে এই লকআউট অবিলম্বে তুলে নেওয়ার দাবিতে শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

এদিন মিছিলটি সিআইটিইউ সদর দপ্তরের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শ্রম ভবনে এসে শেষ হয়। সেখানে সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে একটি স্মারকলিপি তুলে ধরা হয়।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, হরিশনগর চা বাগানে মালিক পক্ষ বেআইনিভাবে লকআউট ঘোষণা করে শ্রমিকদের কাজ ও রুজি-রোজগার থেকে বঞ্চিত করেছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন চা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার-পরিজনরা।

সংগঠনের নেতারা অবিলম্বে লকআউট প্রত্যাহার করে বাগান চালু করার জন্য জোরালো দাবি জানান। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দেন, দাবি পূরণ না হলে শ্রমিক স্বার্থে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে তারা বাধ্য হবেন।

মহারাষ্ট্রের ২৯টি পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনের পর পরাজয় স্বীকার করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার

পুণে, ১৭ জানুয়ারী : মহারাষ্ট্রের ২৯টি পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল প্রায় স্পষ্ট হওয়ার পর, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি সভাপতি অজিত পওয়ার তার দলের পরাজয় স্বীকার করেছেন।

তিনি তার অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টে জানান, 'আমি জনগণের রায়কে পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করছি। জনগণের সিদ্ধান্তই সর্বোচ্চ, এবং আমরা তা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিচ্ছি। আমি বিজয়ী প্রার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং তাদের ভবিষ্যৎ কার্যকালীন সফলতা কামনা করছি,' বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী পওয়ার।

পার্টির প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল না আসায় তিনি আরও বলেন, 'এই স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে আমরা যে সফলতা আশা করেছিলাম তা অর্জিত হয়নি, তবে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে আমরা আরও দায়িত্বশীল, সৎ এবং দ্বিগুণ উদ্যমে জনগণের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করার জন্য কাজ করবো।' তিনি বিজয়ী প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জনগণের সমস্যাগুলি প্রাধান্য দিয়ে এবং উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।' সেইসাথে তিনি হারানো প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জনগণের সেবা আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তা কখনোই হারানো উচিত নয়।' এই নির্বাচনের ফলাফল অজিত পওয়ারের পশ্চিম মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক অবস্থানে বড় ধাক্কা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। মহাযোতি জোটের বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিব সেনার সঙ্গে আলাদা হয়ে তার 'মূল' এনসিপি শক্তি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজে নির্বাচন লড়লেও, তার দল পুণে এবং পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড় (পিসিএমসি) তে ব্যাপক পরাজয় সম্মুখীন হয়েছে।

যে দুটি শহর এক সময় পওয়ার পরিবারের ব্যক্তিগত দুর্গ ছিল, সেগুলোতে এখন বিজেপি ব্যাপক জয়লাভ করেছে, অজিত পওয়ারের গোষ্ঠীকে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে অবস্থান করতে হয়েছে।

মুম্বই এবং ছত্রপতি সাম্ভাজিনগরেও, এনসিপি কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং বিএমসি নির্বাচনে ডাবল ডিজিটেও আসন পেতে সংগ্রাম করতে হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন যে, বিজেপির বিরুদ্ধে অজিত পওয়ারের 'বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই'-এর কৌশলটি উল্টো ফল দিয়েছে।

ফলাফলগুলো এমন একটি সঙ্কেত হিসেবে দেখা হচ্ছে যে, 'পওয়ার বংশের' ভোট তার গোষ্ঠী এবং তার চাচা শরদ পওয়ারের গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত বিজেপির পক্ষে গেছে। এই পরাজয় ২০২৬ সালের পৌর নির্বাচনগুলোতে অজিত পওয়ারের জন্য একটি গুরুতর সংকেত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং ২০২৯ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখানে মহাযোতি জোটের ক্ষমতার গতিবিধি পরিবর্তিত হতে পারে।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে

● প্রথম পাতার পর

'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একসঙ্গে কাজ করছে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে। যদি আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই, তবে মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য। কারণ শ্রেণিকক্ষেই গড়ে ওঠে জাতির ভবিষ্যৎ।"

তিনি আরও বলেন, আজকের ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দেবে।ছাত্রছাত্রীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৮ সালের আগে যেখানে মাত্র ৯টি প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮০টিতে। ২০১৮ সালের পর ১২টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ৪৭৮টি বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। শুরু হয়েছে 'সুপার ৩০' কর্মসূচি। আগে যেখানে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১১টি, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৪২২টি।"

শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নেও সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী।

তিনি বলেন জি.বি হাসপাতালে ৯টি সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু হয়েছে, একটি সরকারি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং একাধিক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে উঠছে। আমাদের সরকার 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর নীতিতে বিশ্বাসী। জনজাতির উন্নয়ন ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায়

● প্রথম পাতার পর

থেকে এমন আচরণ একেবারেই অনভিপ্রেত এবং ন্যায়বিচারের মর্যাদাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। তাঁরা দ্রুত বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌতম সরকার সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলছেন, এটি মিথ্যা ও প্ররোচিত। তিনি জানান, এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই এবং তিনি সমষ্টিগতভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তিনি তার স্বাস্থ্যের বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। তিনি বাইপাস সার্জারি করেছেন। আমি নিয়ম এবং বিধি সম্পর্কে সচেতন। আমি আমার অফিসের ভিতরে মদ্যপান করার মতো অযৌক্তিক আচরণ করব না।

কেন্দ্র যে টাকা দেয়

● প্রথম পাতার পর

বছরের পর বছর অনুপ্রবেশকারীদের এখানে বসাচ্ছে। তারা এখানে চাকরি ছিনিয়ে নিচ্ছে, টাকা নিচ্ছে, অত্যাচার করছে এবং দেশের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'এই অবস্থায়, যদি তৃণমূল সরকার থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কখনই সম্ভব হবে না।' মোদী তার বক্তব্যে মালদহের কৃষক, বিশেষত আমচাষী ও রেশম চাষীদের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আশ্বস্ত করেন, 'বিজেপি সরকার মালদহের আম সম্পর্কিত অর্থনীতি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা আরও বাড়ানো হবে। রেশম কৃষকদের জন্য কোটি টাকার বিশেষ যোজনা চালু করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'জুট শিল্পের জন্য কেন্দ্র সবরকমের চেষ্টা করছে। ২০১৪ সালের আগে তৃণমূল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ ছিল, তখন এমএসপি ছিল ২৪০০ টাকা, আজ সেটা সাড়ে ৫ হাজার টাকারও বেশি। অর্থাৎ, এমএসপি দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী কেন্দ্রীয় সরকারের আরও কিছু প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দেশের গরিবদের জন্য মুক্ত বিদ্যুৎ যোজনা চালু করেছে, লক্ষ লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পাচ্ছে। আমি চাই, পশ্চিমবঙ্গেও লক্ষ লক্ষ পরিবার এই মুক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুবিধা পাক।' তবে তিনি অভিযোগ করেন, 'গরিবদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজ, সেই কাজগুলো এখানে তৃণমূল সরকার করতে দেয় না।' এছাড়া, মোদী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কথা তুলে বলেন, 'দেশের কোটি কোটি গরিব মানুষ মুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছে, কিন্তু বাংলায় তৃণমূল সরকার এই সুবিধা নিতে দেয় না।' মোদী মালদহবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'বাংলায় দ্রুত বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। কিছুদিন আগে বাংলার সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেছি। বাংলায় আধ ডজন নতুন ট্রেন এসেছে, তার মধ্যে একটি বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন।' তিনি আরও জানান, 'বাংলার মানুষের জন্য আরও চারটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন আসছে, যা উত্তরবঙ্গের যাতায়াতকে সহজ এবং দ্রুত করবে। এর ফলে পর্যটন শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে।'

মোদী বলেন, 'বিজেপি দেশে সুশাসন এবং বিকাশের নতুন মডেল এনেছে। আজ দেশের প্রতিটি কোণে বিজেপির সমর্থন রয়েছে। মুম্বইয়ের বিএমসি নির্বাচনে বিজেপি ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে, তিরুঅনন্তপুরমে বিজেপির মেয়র হয়েছে। যেখানে বিজেপির জয় সম্ভব মনে করা হত না, সেখানেও বিজেপি সমর্থন পাচ্ছে।' তিনি বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'আজও আমি উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি, বাংলার মানুষও এবার বিজেপিকে বড় ব্যবধানে জয়ী করবে।' মোদী মালদহের জনসভা শেষ করে বলেন, 'বাংলায় সুশাসনের সময় এসেছে। আমি বিহারে জয়ের পর বলেছিলাম, মা গঙ্গা আশীর্বাদে বাংলায় বিকাশের গঙ্গা বইবে।' তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে একতাবদ্ধ হয়ে বিজেপি সরকারের জন্য সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা বলুন, উন্নয়নের জন্য বিজেপি সরকার দরকার কি না? আমি বলব, পাল্টানোর সময় এসেছে। আপনারা বলুন, চাই বিজেপি সরকার।' এদিনের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী তার সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরেন এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে আশ্বস্ত করেন যে, আগামী দিনে বিজেপি সরকার বাংলায় সুশাসন ও উন্নয়ন আনবে।

এদিকে, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে কামাখ্যা (গুয়াহাটি) ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে তিনি ভার্চুয়ালি গুয়াহাটি (কামাখ্যা)—হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসেরও সূচনা করেন। এই উদ্যোগকে ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগে নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ৩,২৫০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের একাধিক রেল ও সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, লজিস্টিকস দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার এই পবিত্র ভূমি থেকে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রা সূচনার মাধ্যমে রেল আধুনিকীকরণের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। তিনি জানান, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই অত্যাধুনিক স্লিপার ট্রেন দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রাকে আরও দ্রুত, নিরাপদ ও আরামদায়ক করে তুলবে এবং সাশ্রয়ী ভাড়ায় বিমানের মতো ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দেবে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অধীনে নির্মিত এই ট্রেন একটি আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত ভারতের প্রতিচ্ছবি বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মা কালীর ভূমি বাংলার সঙ্গে মা কামাখ্যার ভূমি অসমকে যুক্ত করা এই বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস হাওড়া—গুয়াহাটি (কামাখ্যা) রুটে যাত্রার সময় প্রায় আড়াই ঘণ্টা কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে ধর্মীয় পর্যটন, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং সাধারণ মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে বালুরঘাট—হিলি নতুন রেললাইন, নিউ জলপাইগুড়িতে পরবর্তী প্রজন্মের পণ্যবাহী ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র, শিলিগুড়ি লোকো শেডের আধুনিকীকরণ এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বন্দে ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন। এই প্রকল্পগুলি উত্তরবঙ্গের যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি নিউ কোচবিহার---বামনহাট ও নিউ কোচবিহার---বক্সিরহাট রেল সেকশনের বৈদ্যুতিকরণও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়।

দীর্ঘ দূরত্বের রেল যোগাযোগ আরও প্রসারিত করতে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি চারটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেন। এগুলি হল নিউ জলপাইগুড়ি—নাগেরকয়েল, নিউ জলপাইগুড়ি—তিরুচিরাপল্লি, আলিপুরদুয়ার—এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এবং আলিপুরদুয়ার—মুম্বাই (পানভেল) রুট। পাশাপাশি দুটি নতুন এলএইচবি কোচযুক্ত এক্সপ্রেস পরিষেবারাধিকাপুর---এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস এবং বালুরঘাট—এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসও চালু করা হয়।

গুয়াহাটিতে (কামাখ্যা) বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল শ্রী লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, সাংসদ এবং রেলওয়ের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। মালদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী সি. ভি. আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রীরা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের সূচনা এবং একাধিক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিক, যাত্রী-কেন্দ্রিক ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী রেল নেটওয়ার্ক গঠনের প্রতিশ্রুতি আরও একবার স্পষ্ট হল। একই সঙ্গে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

চুরি যাওয়া স্কুটি ও

● প্রথম পাতার পর

শহরের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজের চোরের হদিশ পাওয়া যায়। গতকাল সন্ধ্যায় অশ্বিনি মার্কেট এলাকায় কমল দেবের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ওই অভিযানে চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করে। পাশাপাশি নম্বরবিহীন আরও একটি স্কুটি ও বাইক বাজেয়াপ্ত করে। বাজেয়াপ্ত স্কুটি ও বাইকের মালিকের সন্ধান পেতে পুলিশ অভিযানে নেমেছে।এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে এসডিপিও পারমিতা পান্ডে বলেন, ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আরও

● প্রথম পাতার পর

যুবকের। পরে পুলিশ খাল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে।অন্যদিকে, ইনকিলাব মঞ্চ-এর মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি-র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ চলাকালে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, সংবাদমাধ্যমগুলো হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা যথাযথভাবে তুলে ধরেনি এবং রাজনৈতিক অভিজাতদের রক্ষা করছে। বিক্ষোভে ভারতবিরোধী স্লোগানও শোনা যায়। হাদির সমর্থকদের দাবি, তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের প্রভাবের কড়া সমালোচক ছিলেন। গত বছরের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন শরিফ ওসমান হাদি। গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় যাত্রার সময় মোটরসাইকেলে আসা দুই দুষ্কৃতী তাঁকে গুলি করে। মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়।সম্প্রতি তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিবারের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে দাফন করা হয়।

রাজ্যের ব্লগারের খোঁজে

● প্রথম পাতার পর

করতেন এবং সেগুলি ব্লগের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। নাগাল্যান্ড পৌঁছানোর পর তিনি ফোনে মা-বাবার সঙ্গে কথা বললেও, ৩ জানুয়ারি থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। এরপর থেকে প্রণবের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মাধ্যমে খোঁজখবর করেও কোনও তথ্য মেলেনি।আজ তাঁর সন্ধানে নাগাল্যান্ডের কোহিমাতে তল্লাশি অভিযান চলছে।

মেয়রের উপস্থিতিতে

● প্রথম পাতার পর

জনসাধারণের চলাচলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।তিনি আরও জানান, শহরের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জনগণের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে নিয়মিত এ ধরনের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে পুর নিগমের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি স্পষ্ট করে জানান।

অটো থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

দেখে সন্দেহ হলে বিষয়টি পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অটো থেকে হিজং দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ঋণের চাপে জর্জরিত হয়ে পড়ে বলে পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিকে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ ও প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পুলিশের প্রাথমিক ধারনা, ওই ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

ধর্মীয় পরিচয় গোপন রেখে

● প্রথম পাতার পর

নাবালিকার বাবা বিশালগড় থানায় অভিযুক্ত ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অভিযোগকারীদের দাবি, ঘটনার পর এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত মোবারক ইসলাম ওরফে রাকিব সহ কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকি রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পুলিশ যথাযথ তদন্তও শুরু করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে।

যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন নজর এলাকাবাসীর।

স্বদলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা

● প্রথম পাতার পর

১০ জন কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে রঞ্জিত দেববর্মা অভিযোগ করেন, মামলায় অভিযুক্তদের সবাই ঘটনার সময় নিজ নিজ বাড়িতেই ছিলেন, তাই এই মামলা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ ও অন্যায়। মিথ্যে মামলায় তিপরা মথার কর্মীদের জড়ানো হয়েছে। তাই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে হেজামারায় বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে।

পূর্বতন সরকার ঋণের

● প্রথম পাতার পর

করে জনজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়নের কথা বলছেন তিনি। আর সেটা আমরাও বলছি। সারা দেশে প্রায় ৭০০ জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরায় ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। জাতি, জনজাতি, মণিপুরী, সংখ্যালঘু সহ সকল অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকাটাই হচ্ছে থানসা। আমাদের সকলকে একসাথে থাকতে হবে। আর এই রাজ্যকে নতুন ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে। জনজাতি অংশের মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারই জনজাতিদের উন্নয়নের কথা বলে। দেশাত্মবোধের চিন্তাভাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনজাতিদের বিভ্রান্ত করা এবং বিভাজনের চেষ্টা আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে। কিন্তু আমরা চাইছি সকলকে নিয়ে একসাথে থাকতে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এই কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্যে অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই উদ্বোধন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। জনজাতি গোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের যত বেশি উন্নয়ন করা যাবে তত বেশি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হবে এবং আমাদের ভবিষ্যত নির্মাণের কারিগর হবে তারা। প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন আগামীদিনে পৃথিবী তাদের হাতের মুঠোয় থাকবে যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে। আজ মধু চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ স্কুল, তারাপুর দ্বাদশ স্কুল, গোপালনগর দ্বাদশ স্কুল এবং বেরিমুড়া দ্বাদশ স্কুলের উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার। এজন্য বাজেটেও আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে। সব জায়গায় পরিকাঠামো উন্নয়নে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, শুধু পুঁথিগত শিক্ষা কিংবা বইপোকা হলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। খেলাধুলা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত থাকতে হবে। শিক্ষার কোন শেষ নেই। প্রতিদিনই শিখতে হয় আমাদের। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যায়। অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে এই শিক্ষা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগে ত্রিপুরায় একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল চারটির মতো ছিল। আমরা আসার পর ২১টি স্কুলের অনুমোদন পেয়েছে। এরমধ্যে ১২টি শুরু হয়েছে। আরও ৬টি আগামী মার্চের মধ্যে শুরু হবে। আর এগুলি সবই জনজাতি ছেলেমেয়েদের জন্য।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, লেফুঙ্গা বিএসির চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান বুধু দেববর্মা, হেজামারা বিএসির ভাইস চেয়ারম্যান নিহার রঞ্জন দেববর্মা, শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

াঙ্গন

দেবজ্যোতির অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে কসমোপলিটন মূল পর্বে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দেবজ্যোতি পালের। যেমন ব্যাটিংয়ে তেমন বোলিংয়ে। নয় উইকেটে অনবদ্য জয় ছিনিয়ে কসমোপলিটন মূল পর্বে অর্থাৎ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথম ইনিংসে বড় স্কোর সংগ্রহ করে কসমোপলিটন বাজিমাত করে দিয়েছে। দেবজ্যোতি পালের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে সমৃদ্ধ স্কোর এবং দারুন জয় কসমোপলিটনের। প্রথম দিনের খেলা শেষে কাঞ্চনপুর ২২৪ রানে পিছিয়েছিল। হাতে উইকেট ছিল সাতটি। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটের খেলায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুতে কাঞ্চনপুর ৫৯ রান থেকে ১১৯ রানে পৌঁছে প্রথম ইনিংস শেষ করলে, ফলোঅনে পুনরায় ব্যাট করতে নামে। অতঃপর ৬৪ ওভার ১ বল খেলে ১৯২ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে কসমোপলিটনের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় মাত্র ২৮ রানের। এই অবস্থায় কসমোপলিটন ৬ ওভার ১ বল খেলে একমাত্র উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। শুক্রবারে কসমোপলিটন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৭৪ ওভার ১ বল খেলে ২৮৩ রানে ইনিংস শেষ করেছিল। দলের পক্ষে অধিনায়ক দেবজ্যোতি পাল ১৩৪ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি সহযোগে ৭৭ রান সংগ্রহ করে। কাঞ্চনপুরের রুপম নাথ ৬৩ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কাঞ্চনপুর ২৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। এর মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান সংগ্রহ করেছিল। কাঞ্চনপুরের বিপ্রজিৎ দেব ৬৬ রান এবং সাগর দাস ৬২ রান পেয়েছিল। দেবজ্যোতি বোলিংয়ে দুই ইনিংসে পাঁচটি করে মোট ১০ টি উইকেট তুলে নেয় ৭৬ রানের বিনিময়ে। এর সুবাদে দেবজ্যোতি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

১০ উইকেটে প্রত্যাশিত জয় ছিনিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে খেলা নিশ্চিত বিসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১০ উইকেটে বিশাল জয় বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাবের। প্রতিপক্ষ লংতরাই ভ্যালি। এক প্রকার প্রত্যাশিত জয় ছিনিয়ে বিসিসি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে কাঞ্চনপুরকে ইনিংস সহ ৭১৪ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়ের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপটের সঙ্গে খেলে ১০ উইকেটে বড় জয় পেয়েছে। লংতরাই ভ্যালির সংগৃহীত ১৩৫ রানের জবাবে শুক্রবারে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে বিসিসি ৩০ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে চার উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করেছিল। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে আজ সকালে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুতে বিসিসি ৮১ রান থেকে ১৯০ রানে পৌঁছে প্রথম ইনিংস শেষ করলে ৫৫ রানে লিড পায়। লংতরাই ভ্যালি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ৩৩ ওভার ৩ বল খেলে ৯৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অতঃপর বিসিসি ১০ ওভার ৩ বল খেলে বিনা উইকেটে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিসিসির তানিষ্ক চক্রবর্তী প্রথম ইনিংসে ২৩ রানে সাতটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ সনে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে মোট ১২ উইকেট দখলের সুবাদে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। সাগর সূত্রধর পেয়েছিল তিনটি উইকেট। শুক্রবারে লংতরাই ভ্যালি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৬৩ ওভার ৫ বল খেলে ১৩৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে তন্ময় চন্দ সর্বাধিক ৪২ রান পায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনার অর্ঘ্যদীপ চৌধুরীর ৪৩ রান এবং বিসিসি-র আধি দেবনাথ এর ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে বিসিসি ৩০ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করেছিল।

বক্সনগরে টুক্কু মিয়া স্মৃতি ক্রিকেটে সেরা অমরপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নেশার হাত ছেড়ে দিয়ে চলো সবাই খেলার মাঠে।এই স্লোগানকে সামনে রেখে মাসব্যাপী চলা টুক্কু মিয়া স্মৃতি নৈশকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা সম্পন্ন হয় শুক্রবার সন্ধ্যায়।নবনির্মিত ফকিরাদোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরাদোলা বিদ্যালয় মাঠে ফাইনাল খেলা উপভোগ করতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও টিংকু রায়।অনুষ্ঠানে আলোচনায় পর্যটন মন্ত্রী বিশালগড় থেকে সোনামুড়া রাস্তার উন্নয়নের পাশাপাশি বক্সনগরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং বিধায়ক তফাজ্জল হোসেনের প্রশংসা করে আগামী দিনেও তার পাশে থাকার কথা বলেন বক্সনগরবাসীকে।ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় বক্তব্যে বলেন রাজ্যে খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে।রাত্রিকালীন ফুটবল ম্যাচ চলে এই রাজ্যে। তাছাড়া নরসিংগড়ে আন্তর্জাতিক যে ক্রিকেট স্টেডিয়াম হচ্ছে শীঘ্রই তাতে আন্তর্জাতিক মানের ম্যাচ হবে। তাছাড়া এলাকার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন তার বক্তব্যে উঠে আসে যুবকদের মাঠমুখী করার জন্য দিনরাত তিনি খেলাধুলার প্রতি জোর দিচ্ছেন। ফকিরাদোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ফিরোজ মিয়া বলেন তার বাবার নাম স্মরণ করে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল ২০১৭ সাল থেকে। টুর্নামেন্টে মোট ২৪টি দল অংশগ্রহণ করে।১৬ ডিসেম্বর থেকে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। জাঁকজমকে ফাইনাল খেলায় প্রতিযোগিতা করেন কুলু বাড়ির ফারিয়া নাইন স্টার বনাম অমরপুরের টি আর অমরপুর। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় কুলুবাড়ি ফারিয়া নাইন স্টার।নির্ধারিত ১২ ওভারে মোট নয় উইকেট হারিয়ে ১০১ রান করে অমরপুর টি আর। জবাবে খেলতে নেমে নাইন স্টার পক্ষে ৮২ রানেই তাদের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ১৯ রানে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা দখল করেন অমরপুর নাইন স্টার। খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলকে পালসার বাইক এবং রানার্স দলকে স্কুটি সহ শিরোপা দেওয়া হয়।শিরোপা তুলে দেন এলাকার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। খেলায় ম্যান অব দ্যা সিরিজ হয় ডায়না নাইন স্টার এর আদিত্য দাস এবং ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হয় অমরপুরের উত্তম কলই।

ভূপেন দত্ত ভৌমিক স্মৃতি টেনিস টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২৯ তম ভূপেন দত্ত ভৌমিক স্মৃতি স্টেট টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ আজ সকাল ৯ টা থেকে মালঞ্চ নিবাস স্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে শুরু হয়েছে পুরুষ ডাবলস বিভাগের ম্যাচ দিয়ে। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে তুইজিলাং দেববর্মা ও অমিত রিয়াং জুটি ৬ - ২, ৬ - ২ সেট পয়েন্টে মুকেশ দেববর্মা ও হরিহর দেববর্মা জুটিকে হারিয়ে ফাইনালে যায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে অবিনাশ সাহা ও কৃষ্ণ দেববর্মা জুটি ৬ - ২, ৬ - ৪ সেট পয়েন্টে গুলাব সোনকার ও বিকি দেববর্মা জুটিকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে। মহিলা বিভাগের সেমিফাইনাল ম্যাচে অভিশিক্তা চৌধুরী ৯ - ৩ সেট পয়েন্টে শ্রেষ্ঠা দত্তকে হারিয়ে ফাইনালে যায় এবং অপর সেমিফাইনাল ম্যাচে ঋত্বিকা দাস ৯ - ৬ সেট পয়েন্টে শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য্যকে হারিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে।পুরুষ বিভাগের সেমিফাইনাল ম্যাচে তুইজিলাং দেববর্মা ৬ - ১, ৬ - ১ সেট পয়েন্টে অমিত রিয়াংকে হারিয়ে ফাইনালে যায় এবং অপর সেমিফাইনাল ম্যাচে অবিনাশ সাহা ৬ - ৪, ৬ - ২ সেট পয়েন্টে ক্রীশ দেববর্মাকে হারিয়ে ফাইনালে যায়।আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে পুরুষ বিভাগের ডাবলস ফাইনাল ম্যাচ। তারপর একে একে মহিলা বিভাগের সিঙ্গেলস ম্যাচের পাশাপাশি অন্তিম খেলা হবে পুরুষ সিঙ্গেলস বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ। সকল প্রতিযোগী খেলোয়াড়দের যথা সময়ে মালঞ্চ নিবাসস্থিত টেনিস কোর্টে উপস্থিত থাকার জন্য টেনিস এসোসিয়েশনের তরফে বলা হয়েছে। বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকা তথা ভূপেন দত্ত ভৌমিক ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল ও অন্যান্য অতিথিবর্গ সহ অ্যাসোসিয়েশন এর কর্মকর্তাগণ। টেনিস সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় বিস্তারিত খবর জানিয়েছেন।

টি-টোয়েন্টি দলে প্রত্যাবর্তন শ্রেয়স, বিশ্নোইয়ের, প্রথম তিনটি ম্যাচে নেই তিলক, সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন সুন্দর

চোট পাওয়ায় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তাঁর জায়গায় দীর্ঘ দিন বাদে দলে নেওয়া হল রবি বিশ্নোইকে। এ দিকে, চোটের কারণে প্রথম তিনটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিলক বর্মাও। তাঁর জায়গায় দলে এসেছেন শ্রেয়স আয়ার।

তিনিও অনেক দিন পর টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন। হায়দরাবাদের হয়ে বিজয় হজারে ট্রফি খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিলক। পরে অস্ত্রোপচার হয়। তাঁকে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। সেই জায়গায় নেওয়া হল শ্রেয়সকে।

শ্রেয়স শেষ বার ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন দু'বছরেরও বেশি আগে। এর পর আইপিএলে ভাল খেলা সত্ত্বেও তাঁকে টি-টোয়েন্টি দলে নেওয়া হয়নি। জায়গা পাননি ২০২৪ এবং ২০২৬ বিশ্বকাপের দলেও। দীর্ঘ দিন টি-টোয়েন্টিও খেলেননি তিনি। গত বছরের আইপিএল ফাইনালই তাঁর খেলা শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। পঞ্জাবকে ফাইনালে তুললেও ফাইনালে বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে যায় দল।

শ্রেয়স নিজেও চোট কাটিয়ে ফিরেছেন। প্লীহায় চোট পাওয়ার পর অস্ত্রোপচার করে সুস্থ হয়ে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে খেলছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম তিনটি ম্যাচে ভাল খেলতে পারলে বিশ্বকাপের দরজাও খুলে যেতে পারে।

এ দিকে, বিশ্নোই শেষ বার ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে। তার পর থেকে অজ্ঞাত কারণে আর তাঁকে দলে নেননি নির্বাচকেরা। ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলে ভাল খেললেও বার বার নির্বাচকদের নজর এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সাতটি ম্যাচ খেলেন বিশ্নোই। ন'টি উইকেট নেন। আহামরি পারফরম্যান্স না হলেও, তাঁর লেগ স্পিন এবং অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করেই দলে নেওয়া হয়েছে। এক সময় বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি বোলার ছিলেন বিশ্নোই। আবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে পরার সুযোগ পাবেন।

বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বর্ণময় অনুষ্ঠান এবং উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে ৩৩ তম বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ফ্লাওয়ার লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন, আগরতলা। এবারকার প্রতিযোগিতায় স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মিশন কলেজ চ্যাম্পিয়ন শিরোপা অর্জন করেছে। সুবোধ দাস স্মৃতি পিটুনিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি প্রয়াত পরেশ দেববর্মা স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, উনার নামে নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উজ্জৈনের মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিরাট

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ রবিবার। তার আগে শুক্রবার উজ্জৈনের মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন গৌতম গম্ভীর। শনিবার পুজো দিলেন বিরাট কোহলিও।

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে ৯৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন কোহলি। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারও নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় ম্যাচে প্রত্যাশা মতো ব্যাট করতে পারেননি। ভারতও ম্যাচ হেরে যায়। রবিবার ইনদওরে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ। তিন ম্যাচের সিরিজের 'ফাইনাল'। তার আগে শনিবার উজ্জৈনের মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন কোহলি। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহাকালেশ্বর মন্দির। নিরাপত্তারক্ষী এবং সেবায়তদের সঙ্গে মন্দিরের গর্ভগৃহে যান কোহলি। পুজো দেওয়ার সময় কোহলির মুখে শোনা গিয়েছে 'জয় শ্রী মহাকাল' ধ্বনি। কোহলির সঙ্গে গিয়েছিলেন ভারতীয় দলের স্পিনার কুলদীপ যাদবও। মহাকালেশ্বর মন্দিরে তাঁর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর কোহলি এখন শুধু এক দিনের ম্যাচ খেলেন দেশের হয়ে। গত অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ভাল ফর্মে রয়েছেন। ভারতের একাধিক জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছেন। রবিবার সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচেও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে আমবাসা মূল পর্বে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে আমবাসা। হারিয়েছে ইউনাইটেড বি এস টি কে, ১২১ রানের বড় ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে আমবাসা মূল পর্বে অর্থাৎ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। পরবর্তী রাউন্ডের খেলায় আমবাসা-স্ফুলিঙ্গের ম্যাচে যে দল জয়ী হবে, তারাই মূল পূর্বে খেলার ছাড়পত্র পাবে। আজ, শনিবার সকালে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুতে আমবাসা দুই ওভার খেলে অন্তিম উইকেটটি হারিয়ে তিন রান যোগ করে মোট ১৫৪ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে, ইউনাইটেড বিএসটি-র সামনে জয়ের জন্য ২১০ রানের লক্ষ্য মাত্রা দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ইউনাইটেড বিএসটি ২৩ খেলে ৮৮ রানে দ্বিতীয় ইনিংসও গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দারুন ভাবে আমবাসা ১২১ রানের বড় ব্যবধানে প্রথম জয়ের স্বাদ পায়। আমবাসার শুভ দাস দুর্দান্ত বোলিং সাফল্যের নজির রেখেছে। ২১ রানের বিনিময়ে ৯টি উইকেট দখল করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ব্যাটিংয়েও শুভ ২৭ রান সংগ্রহ করেছে। এক কথায় বলে-ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে শুভ প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ৪৬ রানে সাতটি, ইউনাইটেড বিএসটির গৌরব রাজ শাহা ২১ রানে ছটি উইকেট পেয়েছিল। ব্যাটিংয়ে আমবাসার অভিষেক দাসের ৪৫ রান এবং অভিজিৎ মোদকের ২৭ রান উল্লেখ করার মতো।

সপ্তাহান্তেই হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ, ইনদওরে টিম ইন্ডিয়ার রেকর্ড কেমন?

ইনদওর: বিশ্বের দুই সেরা ওয়ান ডে দল (আইসিসি ব্যাঙ্কিংয়ের নিরিখে) দলের সিরিজ যেমন হওয়ার কথা ছিল, ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ওয়ান ডে সিরিজ এখনও পর্যন্ত তেমনই হয়েছে। দুই টানটান মাচের একটিতে যেখানে ভারতীয় দল জয় পেয়েছে, সেখানে অপর ম্যাচে জয়ী হয়েছেন কিউয়িরা। ফলে একেবারে শেষ ম্যাচেই সিরিজের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

সপ্তাহান্তে ইনদওরের হোলকার স্টেডিয়ামেই বসবে ভারত বনাম কিউয়িদের তৃতীয় ওয়ান ডের আসর। সেই মাঠে ভারতীয় দলের অতীতে রেকর্ড কেমন? ভারতীয় সমর্থকরা কিন্তু ইতিহাসের পাতা ঘেটে দেখলে বেশ খুশিই হবেন। ওয়ান ডেতে এই মাঠে ভারতের রেকর্ড দুরন্ত। কিউয়িদের বিরুদ্ধে রবিবারের ম্যাচটি হোলকার স্টেডিয়ামে ভারতের অষ্টম ওয়ান ডে ম্যাচ হতে চলেছে। এর আগে এই মাঠে নিজেদের সাত ম্যাচ খেলে সাতটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে ভারতীয় দল। এই পরিসংখ্যানই কিন্তু প্রমাণ করে দেয় এই মাঠ ভারতের দুর্গ। তাই সিরিজ জয়ের জন্য এর থেকে ভাল ভেন্যু আর হওয়া সম্ভব নয়।

এই মাঠে কিন্তু রোহিত শর্মা, শুভমন গিলদের রেকর্ড বেশ ভাল। গিল দুই ম্যাচে এখানে ২১৬ রান করেছেন, রোহিত পাঁচ ম্যাচ খেলে করেছেন ২০৫ রান। কিউয়িদের তরফে ডেভন কনওয়ের রেকর্ডও এই মাঠে দুরন্ত। তিনি মাত্র একটিই ম্যাচ খেললেও, সেই ম্যাচে ১৩৮ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন। ফলে আসন্ন ম্যাচে ফের একবার টানটান লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েইছে।

এই ম্যাচেই আবার রোহিত ইতিহাস গড়তে পারেন। রোহিতের সুযোগ রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার ক্ষেত্রে শাহিদ আফ্রিদির রেকর্ড ভাঙার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড রয়েছে আফ্রিদির। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে ৫০টি ছক্কা মেরেছেন।

রোহিত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে এখনও পর্যন্ত ৪৯টি ছক্কা মেরেছেন। ইনদওরে ২ টি ছক্কা মেরে তিনি শাহিদ আফ্রিদির সেই রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানো ব্যাটসম্যান হয়ে উঠতে পারেন।ইনদওর: ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজের শেষ ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই ম্যাচের মাধমেই সিরিজের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ভারতীয় দল এই ম্যাচে ভাল ফলাফলের জন্য তাঁদের দুই মহাতারকা ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির চওড়া ব্যাটের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। সপ্তাহান্তে এই মাচে কিন্তু রোহিত শর্মার সামনে কিংবদন্তি জ্যাক ক্যালিসকে পিছনে ফেলার হাতছানিও রয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচে রোহিত বড় রান করতে পারেননি। দুই ম্যাচ মিলিয়ে "হিটম্যান"-র ব্যাট থেকে মাত্র ৫০ রান এসেছে। তবে সপ্তাহান্তো কিউয়িদের বিরুদ্ধে মাত্র ১৪ রান করতে পারলেই রোহিত শর্মা প্রোটিয়া কিংবদন্তিকে মোট ওয়ান ডে রানের নিরিখে পিছনে ফেলবেন। জ্যাক ক্যালিস ৩২৮ ম্যাচ খেলে ১১৫৭৯ রান করেছেন। তাঁর বাট থেকে ১৭টি শতরানের পাশাপাশি ৮৬টি অর্ধশতরান এসেছিল। সেখানে রোহিত ২৮১ ম্যাচে ১১৫৬৬ রান করে ফেলেছেন। আর ১৪ রান করলেই তিনি ক্যালিসকে পিছনে ফেলে অষ্টম সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়ে যাবেন।

এই ম্যাচে রোহিতের সামনে সুযোগ রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার ক্ষেত্রে শাহিদ আফ্রিদির রেকর্ড ভাঙার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড রয়েছে আফ্রিদির। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে ৫০টি ছক্কা মেরেছেন। রোহিত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে এখনও পর্যন্ত ৪৯টি ছক্কা মেরেছেন। ইনদওরে ২ টি ছক্কা মেরে তিনি শাহিদ আফ্রিদির সেই রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানো ব্যাটসম্যান হয়ে উঠতে পারেন।

রোহিত শর্মা ইনদওরে ৫টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে তিনি ২০৫ রান করেছেন। এখানে তিনি একটি সেঞ্চুরি করেছেন। এই মাঠে তিনি একদিনের ক্রিকেটে ১০টি ছক্কা এবং ১৮টি চার মেরেছেন। এই মাঠে সবচেয়ে বেশি একদিনের রান করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন শুভমন গিল, যিনি এখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। তিনি এখানে দুইটি একদিনের ম্যাচে ২১২ রান করেছেন, তিনি দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন। ফলে রবিবারই রোহিতের সামনে পছন্দের মাঠে ফর্মে ফেরার কিন্তু দুরন্ত সুযোগ রয়েছে।

হিন্দুহত্যার উত্তাপ ছোটদের বিশ্বকাপেও! বাংলাদেশের সঙ্গে করমর্দন করল না ভারত অধিনায়ক আয়ুষ

মাঠের বাইরের উত্তাপ বাইশ গজেও। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে টসের পর বাংলাদেশের অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলাল না ভারতের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। এর আগে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচেও অধিনায়করা হাত মেলাননি। এবার সেটাই দেখা গেল ছোটদের বিশ্বকাপে। বাংলাদেশে ভারত-বিদ্বেষ এই মূহূর্তে আকাশচুম্বী। বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে খেলতে না দেওয়ার কারণে সেই বিরোধিতা আরও তীব্র হয়েছে। আরও পিছোলে দেখা যাবে বাংলাদেশে হিন্দুহত্যার প্রেক্ষিতে ভারতে প্রতিবাদ ওঠে। তার জন্য আইপিএলে নিষিদ্ধ করা হয় বাংলাদেশি পেসারকে।

এদিকে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে আসতে নারাজ বাংলাদেশ। এই উত্তপ্ত আবহের মধ্যেই শনিবার অনূর্ধ ১৯ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে গ্রুপ 'বি'-এর ম্যাচে ভারত খেলতে নেমেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেও বিতর্ক সঙ্গী হল। টসের সময় জাওয়াদ আবরারের সঙ্গে হাত মেলাল না আয়ুষ। আবরার বাংলাদেশের সহ-অধিনায়ক। কিন্তু অধিনায়ক আজিজুল হাকিমের বদলে তাকে পাঠানো হয়। টসে যদিও ভারত হারে। প্রথমে ব্যাট করতে বিপাকে পড়ে টিম ইন্ডিয়া। রান পায়নি অধিনায়ক আয়ুষ ও বিহান মালহোত্রা।

বড়দের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত। অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারতের ছোটরা। কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও যে একই ঘটনা ঘটবে, তা অনুমান করা যায়নি। তবে সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কে যে অবনতি ঘটেছে, এটাকে তারই প্রভাব বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের হিন্দুহত্যা তথা সংখ্যালঘু নিপীড়নের ধারাবাহিক ঘটনার জেরে এদেশে প্রতিবাদ হয়েছে। আইপিএলে কেন বাংলাদেশি খেলানো হবে, সেই ক্ষোভের জেরে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া হয়। সেই বিতর্কের পর এই প্রথম ভারত-বাংলাদেশ বাইশ গজে মুখোমুখি হল। আর সেই ম্যাচ থেকে বিতর্ক আরও বাড়ার সম্ভাবনা।

আফগানিস্তানের কাছে হেরে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের কাছে হার পাকিস্তানের, জিতল অস্ট্রেলিয়া

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিনেই অঘটন। আফগানিস্তানের কাছে হেরে গেল প্রতিযোগিতার অন্যতম শক্তিশালী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। হেরে গিয়েছে পাকিস্তানও। ইংল্যান্ডের কাছে ৩৭ রানে হেরেছে তারা। অস্ট্রেলিয়া আট উইকেটে হারিয়েছে আয়ারল্যান্ডকে।

নামিবিয়ার উইন্ডহোয়েক পার্কে প্রথমে ব্যাট করে আফগানিস্তান। শুরুতেই ওপেনার ওসমান সাদাতকে (৪) হারালেও দলকে টানেন খালিদ আহমদজাই (৭৪) এবং ফয়সাল শিনোজাদা (৮১)। দ্বিতীয় উইকেটে ১৫২ রানের জুটি গড়েন তারা। তবে ১৮৩ রানের মাথায় তিন বলের ব্যবধানে ফিরে যান দু'জনেই। আর কোনও বড় জুটি হয়নি ঠিকই। কিন্তু লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের সঙ্গী করে অর্ধশতরান করেন উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই (অপরাজিত ৫১)। আফগানিস্তান ২৬৬/৮ তোলে।

জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা শুরু থেকেই নিয়ম করে উইকেট হারাতে থাকে। একমাত্র জেসন রোসেল (৯৮) ছাড়া আর কেউই দাঁড়াতে পারেননি। ক্রিজে কিছু ক্ষণ টিকে থাকলেও বড় রান করতে ব্যর্থ ড্যানিয়েল বসম্যান (২০) বা কর্নে বোথারা (২৫)। ২৩৮ রানে অলআউট হয়ে যায় প্রোটিয়ারা। দু'টি করে উইকেট নিয়েছেন আফগানিস্তানের আব্দুল আজিজ এবং খাতির স্তানিকজাই।

জিম্বাবোয়ের হারারেতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২১০ রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। সর্বোচ্চ ৬৬ রান সালেব ফ্যালকনারের। ৩৮ রানে ৩ উইকেট নেন আহমেদ হুসেন। অল্প রানের লক্ষ্যমাত্রা হলেও পাকিস্তানের কোনও ব্যাটারই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। অধিনায়ক ফারহান ইউসাফ (৬৫) ছাড়া আর কেউ সফল হননি। ১৭৩ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স গ্রিন, জেমস মিন্টো এবং রালফি আলবার্ট দু'টি করে উইকেট নিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ ছিল আয়ারল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫০ ওভারে ২৩৫/৭ তোলে আইরিশরা। রবার্ট ও ব্রায়েন ৭৯ করেন। উইকেটকিপার ফ্রেডি অগিলবি ৪৯ রান করেন। অস্ট্রেলিয়াকে একার হাতে জিতিয়ে দেন স্টিভেন হগান। ১১১ বলে ১১৫ রান করেন তিনি। ৭৭ রানে অপরাজিত থাকেন নীতীন স্যামুয়েল।

শনিবার আগরতলায় শীতবস্ত্র বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ও মেয়র দীপক মজুমদার।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, মুঙ্গিয়াকামি স্টেশনে থামল আগরতলা—শিলচর এক্সপ্রেস

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি : দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল অবশেষে। শনিবার থেকে মুঙ্গিয়াকামি রেল স্টেশনে যাত্রাবিরতি শুরু করল ১৫৬৬৩/১৫৬৬৪ আগরতলা—শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেন। এই খবরে স্বস্তি ও আনন্দে ভাসছেন মুঙ্গিয়াকামি-সহ পার্শবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ।
জানা যায়, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা ২৯ নম্বর কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা গত ২৮ নভেম্বরে মুঙ্গিয়াকামি স্টেশনে আগরতলা—শিলচর এক্সপ্রেসের যাত্রাবিরতির দাবিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি দেন। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই ভারত সরকারের রেল দপ্তর থেকে অনুমোদন মেলে।
অনুমোদন কার্যকর হওয়ার পর শনিবার মুঙ্গিয়াকামি রেল স্টেশনে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ট্রেন যাত্রাবিরতির সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সাংসদ কৃতি সিং, রেলওয়ের আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, এটি এই এলাকার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। জনগণের স্বার্থে আমি রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। আজ সেই আবেদনের সুফল মিলেছে। এই ট্রেন যাত্রাবিরতির ফলে মুঙ্গিয়াকামি ও আশপাশের এলাকার মানুষ আগরতলা ও শিলচরের সঙ্গে আরও সহজে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই নতুন যাত্রাবিরতির ফলে শুধু যাতায়াতই নয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটায় রেল দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এলাকার মানুষজন।

সরস্বতী পূজা ঘিরে মূর্তি পাড়ায় ব্যস্ততা, তবে চাহিদা কিছুটা কম

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা। এরপরেই বিদ্যার দেবী বাগদেবী সরস্বতীর আরাধনায় মুখর হয়ে উঠবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ঘরে ঘরে। সরস্বতী পূজাকে সামনে রেখে মূর্তি পাড়াগুলোতে এখন ব্যস্ততা চরমে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে মাটির কাজে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ধীরে ধীরে রঙ ও নকশায় প্রাণ পাচ্ছে বিদ্যাদেবীর প্রতিমা।
মৃৎশিল্পীরা জানান, বর্তমানে প্রতিমা তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। কাঠামো বাঁধা থেকে শুরু করে মাটির প্রলেপ, রং ও সাজসজ্জার কাজ একের পর এক সম্পন্ন করা হচ্ছে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর মূর্তির চাহিদা কিছুটা কম রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় এক মৃৎশিল্পী।
তবুও পূজার দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ মুহূর্তে অর্ডার বাড়বে বলেই আশা করছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে, চাহিদা কিছুটা কম হলেও সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে মূর্তি পাড়ায় উৎসবের আমেজ স্পষ্ট। বিদ্যাদেবীর আগমনের অপেক্ষায় ব্যস্ত হাতে স্বপ্ন বুনছেন শিল্পীরা।

শ্রম ভবন প্রাঙ্গনে বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগের জন্য জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: আগরতলাস্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গনে শনিবার বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগের লক্ষ্যে এক জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পদে মোট ৪৮টি শূন্য পদ পূরণ করার উদ্দেশ্যে এই জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার ও ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় এই জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ত্রিপুরার বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
জব ফেয়ারে মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন চাকরিপ্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একাধিক পদে সরাসরি সাক্ষাৎকার ও প্রাথমিক বাছাইয়ের সুযোগ রাখা হয়।
এ বিষয়ে দপ্তরের অধিকর্তা অসীম সাহা জানান, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতেই এই জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই-প্রি সামিট-এর উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সহযোগিতায় গত ১৩ জানুয়ারি ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে এআই প্রি-সামিট ইভেন্ট এর বিষয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় আলোচনা করেন ফ্যাকাল্টি এবং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ডিন ড. প্রিয়ায়ু রানা। টেকনিকেল বিষয়ে আলোচনা করেন এইচসিএল গোভি-এর সহকারি ম্যানেজার যশ শর্মা ও ডাটা বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ভিনোদনী। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এ রঙ্গনাথন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটিএস বিভাগের প্রিন্সিপাল ড. প্রশান্ত কুমার সিনহা। এছাড়া কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সুতীর্থ পাল।

সড়ক নিরাপত্তা মাসেও ধর্মনগরে বেপরোয়া বাইক, প্রশ্নের মুখে ট্রাফিক দপ্তরের ভূমিকা

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: সড়ক নিরাপত্তা মাস উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার অভিযান, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও প্রচার চালানো হলেও ধর্মনগর শহরের বাস্তব চিত্রে তার প্রভাব খুব একটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। শহরের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে দিঘির পার সংলগ্ন এলাকা ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে প্রতিদিনই ট্রাফিক আইন ভেঙে অবাধে চলাচল করছে একদল উশৃঙ্খল যুবক।
হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, একসঙ্গে তিনজন আরোহী নিয়ে চলাচল, বিকট শব্দের মোটরবাইক চালিয়ে জনজীবনে আতঙ্ক সৃষ্টিএসব যেন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সন্ধ্যা নামলেই দিঘির পার এলাকায় বেআইনি বাইকের উৎপাত বেড়ে যায়। এতে স্কুল পড়ুয়া, মহিলা ও বয়স্ক মানুষদের চলাচলে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলেও কার্যত কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না।
সড়ক নিরাপত্তা মাস চলাকালীন যেখানে ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ হওয়ার কথা, সেখানে এই ধরনের দৃশ্য প্রশাসনিক তৎপরতার ঘাটতিকেই সামনে আনছে।
এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে ধর্মনগরের ট্রাফিক দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, অধিকাংশ সময়েই ট্রাফিক কর্মীদের দেখা যায় ধর্মনগর—কৈলাশহর প্রধান সড়কে কর্তব্যরত অবস্থায়। এছাড়াও শহরে তাঁদের উপস্থিতি মূলত সীমাবদ্ধ মিশনরোডে অবস্থিত ট্রাফিক দপ্তরের অফিসের আশপাশেই।অথচ কালি দিঘিরপার, অফিসটিলা, থানারোড, বিবিআই স্কুল সংলগ্ন এলাকা সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশ্যে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন হলেও তা যেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরের বাইরে থেকেই যাচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, হেলমেট না পরা, অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং শব্দ দূষণএই তিনটি বিষয়ই মারাত্মক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। তবুও নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাদের সাহস আরও বেড়ে চলেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও অভিভাবকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, প্রশাসনের নজরদারির অভাবে তরুণদের মধ্যে আইন অমান্য করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে।
সড়ক নিরাপত্তা মাসের মূল উদ্দেশ্য দুর্ঘটনা কমানো ও সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ চলাচলের পরিবেশ নিশ্চিত করা। কিন্তু ধর্মনগরের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই উদ্দেশ্য কার্যত ব্যর্থ বলেই মনে করছেন সচেতন নাগরিকরা। তাঁদের দাবি, নিয়মিত টহল, হঠাৎ অভিযান এবং কঠোর জরিমানা ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হবে না।
সব মিলিয়ে ধর্মনগরে সড়ক নিরাপত্তা মাস যেন কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। মাঠ পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা না নিলে এই উদ্যোগ শীতঘুমে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়এমনটাই মত সাধারণ মানুষের।

চড়িলামে কিচেন গার্ডেন প্রদর্শনী ও পোষন মেলার সঙ্গে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

চড়িলাম, প্রতিনিধি, ১৭ জানুয়ারি: শনিবার চড়িলামে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপাই চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় পরিদর্শকের উদ্যোগে এক মেগা রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, পোষন মেলা এবং কিচেন গার্ডেন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন।
উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, রাজিব দত্ত আইএএস, ডিরেক্টর ইমপ্লিমেন্টিং এডুকেশন হর্ষিতা বিশ্বাস, মহকুমা শাসক বিংকি সাহা এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিক কনিকা দেববর্মা।
উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মনের নেতৃত্বে বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে স্থাপিত ৩৭টি স্টল ঘুরে দেখা হয়। চড়িলাম ব্লক ভিত্তিক কৌশল মেলার উদ্বোধনও মন্ত্রীর হাত ধরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে করা হয়।
পুরস্কারের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম পুরস্কার অর্জন করে বিদ্যাপীঠ সত্য নিকেতন, দ্বিতীয় পুরস্কার পায় বালুয়াছড়ি বিদ্যালয়, এবং তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে রামনারায়ণ ঠাকুরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। সমস্ত বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।
উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, বিকশিত ভারত গঠনের যে সংকল্প আমরা রেখেছি, তার অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দিক থেকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে তোলা জরুরি। ভারতের ৭০ শতাংশ জনগণ কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তাই কৃষির ওপর জোর দেওয়া অপরিহার্য। ২০১৪ সালের পর নরেন্দ্র মোদিজীর নেতৃত্বে গঠিত সরকার দেশের পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে, যা শিশুদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়, যা এই উদ্যোগের সফলতার প্রমাণ দেয়।

প্রয়াত কবীন্দ্র পুরকায়েস্থের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য আজ আসামের শিলচরে প্রয়াত প্রাক্তন সংসদ সদস্য কবীন্দ্র পুরকায়েস্থের বাসভবনে গিয়ে তাঁর শ্রদ্ধানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
উল্লেখ্য, গত ৭ জানুয়ারি প্রয়াত হন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়েস্থ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপি সংগঠনের ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। আজ শিলচরস্থিত তাঁর বাসভবনে গিয়ে রাজিব ভট্টাচার্য প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং তাঁর অবদান স্মরণ করেন। পাশাপাশি শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।
এই সময়ে রাজিব ভট্টাচার্য বলেন, কবীন্দ্র পুরকায়েস্থের প্রয়াণে দেশ ও দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর আদর্শ ও অবদান বিজেপি কর্মীদের চিরকাল অনুপ্রেরণা জোগাবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কমলপুরে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: কমলপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল কমলপুর নজরুল ভবন হলে ধলাই জেলাভিত্তিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১১২তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে অতিথিগণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।
আলোচনাচক্রে অদ্বৈত মল্লবমর্ণের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, জেলা কল্যাণ আধিকারিক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা, কমলপুর গভঃ ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক ড. স্বপন শর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, ধলাই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অনাদি সরকার, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, সালেমা ব্লকের এসসি সাব কমিটির চেয়ারম্যান তপন দাস, কমলপুর মহকুমার ডিসিএম বেলীরুশ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কমলপুর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

জিরানীয়া মহকুমাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: জিরানীয়া মহকুমাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা গতকাল জিরানীয়া খলা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলবাড়ি বিএসি”র চেয়ারম্যান রকেন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক অরিজিৎ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া মহকুমা বোর্ডিং হাউস কমিটির চেয়ারম্যান সুদন দেববর্মা, খুমলুঙ সাব জোনালের চেয়ারম্যান কৃপেষ দেববর্মা, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক গৌতম দাস প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে জিরানীয়া ব্লক এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মান্দাই ব্লক।

ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভাসুরের মিথ্যা অভিযোগ, মানহানির মামলা

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি : দীর্ঘ তিন দশক নিখোঁজ থাকার পর আচমকা ফিরে এসে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলায় চাঞ্চল্য ছড়াল কমলাসাগর এলাকায়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবশেষে ভাসুর শংকর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিলেন ছোট ভাইয়ের স্ত্রী রিনা চক্রবর্তী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কমলাসাগর বিধানসভার গকুলনগর দীনদয়াল চৌমুহনী সর্বাপাড়া এলাকার বাসিন্দা ক্ষীরোধ বন্ধু চক্রবর্তীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শংকর চক্রবর্তী একসময় কংগ্রেসের নাম ভাঙিয়ে এলাকায় দাপট চালাতেন বলে অভিযোগ। ১৯৯৩ সালের আগে বাড়িঘর পোড়ানো, খুন, সন্ত্রাস, মারপিট-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান শংকর চক্রবর্তী।
দীর্ঘদিন তাঁর কোনো খোঁজ না মেলায় পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে ধারণা তৈরি হয় যে তিনি আর জীবিত নেই।
২০০৬ সালে তাঁর মা এবং ২০০৯ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হলেও শ্রাদ্ধ বা শান্তির কোনো অনুষ্ঠানেই তাঁকে দেখা যায়নি। এরপর ২০১৪ সালে সারভাইভাল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ২০২১ সালে পারিবারিক আপোসে ক্ষীরোধ বন্ধু চক্রবর্তীর সম্পত্তি দুই ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে পাঁচ ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রায় তিন দশক পর হঠাৎ করে ফিরে এসে শংকর চক্রবর্তী অভিযোগ তোলেন, ছোট ভাই সুকুমার চক্রবর্তীর স্ত্রী রিনা চক্রবর্তী নাকি তাঁর নামে ভুয়া ডেথ সার্টিফিকেট বের করে পিতৃসম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন। এই অভিযোগ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয় এবং রিনা চক্রবর্তীর সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়।
উল্লেখ্য, রিনা চক্রবর্তী বর্তমানে শাসকদলের কমলাসাগর মণ্ডল সম্পাদিকা। অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, শংকর চক্রবর্তীর তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, যদি আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ কেউ প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
এদিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও জানান, শংকর চক্রবর্তী আইনগতভাবে যদি পিতৃসম্পত্তির অংশীদার হন, তাহলে তা তাঁকে অবশ্যই দেওয়া হবে। তবে পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না করে অন্যের প্ররোচনায় ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলার জন্য শংকর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলায় মিশন সংকল্পে সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হচ্ছে

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: বাল্যবিবাহ এবং কিশোরী অবস্থায় গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে মিশন সংকল্প-এর অধীনে মেগা সচেতনতা শিবিরের কর্মসূচি চলছে সমগ্র সিপাহীজলা জেলায়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মিশন মোডে জেলার প্রতিটি ব্লকের অধীন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক অভিযান শুরু হয়েছে গত ১৫ জানুয়ারি থেকে।
এরই অঙ্গ হিসেবে নলছড় ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েতে ১৫ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিদিন দুইটি পঞ্চায়েতে শিবির অনুষ্ঠিত হবে। পঞ্চায়েতের অধীন প্রধান বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এই শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ১৫ জানুয়ারি নলছড় ব্লকের বড়দোয়াল উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এবং রাঙামাটিয়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জানুয়ারি পোয়াংবাড়ি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এবং দক্ষিণ নলছড় উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি শিবিরে বাল্যবিবাহ এবং কিশোরী অবস্থায় গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। শিবিরগুলিতে ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ সমাজসেবীগণ অংশগ্রহণ করছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসকগণ, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ শিবিরগুলিতে আলোচনা করেন। এই অভিযানগুলির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম ঘোষণা করা হবে।

ভিবিজি রামজি প্রকল্প বাতিল ও এমজিএনরেগা পুনর্বহালের দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠক

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: ভিবিজি রামজি প্রকল্প বাতিল করে এমজিএনরেগা পুনর্বহালের দাবিতে ত্রিপুরায় চলমান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে শামিল হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে কংগ্রেস।
সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্যে কীভাবে এই আন্দোলন কর্মসূচিকে সঠিক ও সুসংগঠিতভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিয়ে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।
এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি পীযুষ বিশ্বাস সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। দীর্ঘদিন পর আজকের এই বৈঠকে কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত হতে দেখা যায় বিধায়ক বীরজিৎ সিনহাকেও, যা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

৬ দফা দাবিতে শহরে এসএফআই-টিএসইউর যৌথ মিছিল

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি: ছাত্র ও যুব সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট জরুরি ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখে শনিবার আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এসএফআই ও টিএসইউ। যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে ছাত্রছাত্রী ও যুবকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। মিছিল চলাকালীন সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়, মেধাবী ছাত্র এঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি বহিরাজ্যে পাঠরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়। এছাড়াও জনজাতি কল্যাণ, তপশিলী কল্যাণ ও ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের বকেয়া স্টাইপেন্ড দ্রুত ছাত্রছাত্রীদের পরিশোধ করার দাবি ওঠে। ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে তুলে ধরা হয়। সংগঠনের নেতারা আরও দাবি করেন, রাজ্যে শিক্ষক সংকট দূর করতে সমস্ত টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের বিষয়ে সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি এডিসি এলাকায় শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামো রক্ষা করে প্রয়োজনীয় মানোন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ও এডিসি প্রশাসনের সক্রিয় উদ্যোগ কামনা করা হয়।

বড়জলা বৈরাগীটিলায় কৃষিজমি দখলের অভিযোগ, জমি মাফিয়ার ত্রাসে আতঙ্কিত কৃষকরা

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি : বড়জলা বৈরাগীটিলা এলাকায় জমি মাফিয়ার দৌরাত্ম্যে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় কৃষকরা। ওই এলাকার অমিত দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কানি কানি কৃষিজমি অবৈধভাবে ভরাট করে তা বাস্তুতে রূপান্তরের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয় কৃষকদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে যে উর্বর কৃষিজমিতে তাঁরা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন, সেই জমি ধ্বংসের মুখে পড়ায় বহু পরিবার গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। পরিকল্পিতভাবে কৃষিজমি ভরাট করে বসতি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ, যার ফলে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রশাসনের নীরবতার সুযোগ নিয়েই এই অবৈধ কার্যকলাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে এক কৃষকের স্ত্রী শিবানী আচার্জী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, কৃষিজমি রক্ষা করা না গেলে তাঁদের পরিবারের জীবিকা সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে।
শিবানী আচার্জী বলেন, যে জমিতে আমরা বছরের পর বছর চাষ করে সংসার চালিয়েছি, সেই জমি যদি বাস্তু করে ফেলা হয়, তাহলে আমাদের বাঁচার আর কোনও পথ থাকবে না। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, দ্রুত তদন্ত করে এই অবৈধ কাজ বন্ধ করা হোক।
তিনি ডি সি এম, ডিএম এবং রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপ ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান।

কৈলাসহরে হিন্দু সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে বাইক রেলি অনুষ্ঠিত

কৈলাসহর, ১৭ জানুয়ারি: পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামীকাল অর্থাৎ রবিবার কৈলাসহর আরকেআই মাঠে হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত সম্মেলনকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার লক্ষ্যে আজ দুপুরে কৈলাসহরে একটি বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রেলিটি শুরু হয় আরকেআউ মাঠ থেকে, শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় আরকেআই মাঠে এসে সমাপ্ত হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
18-01-2026, 01:07